সিঁথির সিঁদূর

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

নাট্যভারতীতে অভিনীত

শুভ-উদ্বোধন—৮ই ভাদ্র শনিবার

১৩৪৭

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

দাম—একটাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

অমল ও চিত্রলেখা !

তোমাদের শুভ-বিবাহের স্মৃতি

—আমার এই

সিঁথির সিঁদূর

তোমাদের সেজমামা

'সিঁথির সিঁদূর' পরিচালনা করেছেন—বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের সুপ্রসিদ্ধ শক্তিমান-নট নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী। তাঁহাকে সাহায্য করেছেন—রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষ সিংহ ও জহর গঙ্গোপাধ্যায়। ইঁহাদের নট-নৈপুণ্য রঙ্গমঞ্চে সুবিদিত। ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের নিকট আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বন্ধুবর তুলসী লাহিড়ী আমার গানে সুর দিয়েছেন ও দৃশ্যপট সাজিয়েছেন—মণীন্দ্রনাথ দাস। ইঁহাদের কৃতিত্বও নূতন নয়। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি—নাট্যভারতীর শিল্পীসঙ্ঘের এই চেষ্টা ও যত্ন—সাফল্য-মণ্ডিত হোক্।

জলধর চট্টোপাধ্যায়

—চরিত্র—

মাধব রায়	...	সেকেলে জমিদার
কনক রায়	...	তাঁহার নাতি—এম-এস্‌সি
মহীতোষ	...	প্রফেসর—দার্শনিক
অশোক সেন	...	অপরিচিত যুবক—এম-এ
নিবারণ	...	জমিদারের কর্ম্মচারী
কৈলাশ	...	লাঠিয়াল প্রজা
লালু	...	চাকর
রামকান্ত	...	পুরোহিত

দারোগা, বরকন্দাজ প্রভৃতি

মনীষা	...	মহীতোষের কন্যা—বি-এ
রাণী	...	কনকের স্ত্রী
মানদা	...	কনকের মা
সুন্দরী	...	ঝি
মালা	...	কৈলাশের মেয়ে

সিঁথির সিঁদুর

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—মানদার কক্ষ

কাল—সন্ধ্যা

দৃশ্য—একটি সুসজ্জিত কক্ষ। কক্ষের আসবাবপত্র সেকেলে—দেওয়ালে দেবদেবীর মূর্ত্তি। সন্ধ্যার অন্ধকারে—গৃহাভ্যন্তরে কিছুই দেখা যাইতেছিল না—একটি ঘৃতদীপ হাতে লইয়া, কনকের স্ত্রী রাণী প্রবেশ করিলেন। দেবদেবীর মূর্ত্তিগুলিকে প্রণাম করিতে লাগিলেন।

হাসিতে হাসিতে গৃহের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সুন্দরী-ঝি প্রবেশ করিল। সুন্দরী অত্যন্ত কুৎসিত।

সুন্দরী। দিদিমণি···ও দিদিমণি ·····হি হি হি হি······

রাণী। অতো হাসছিস্ কেন? কি হয়েছে বল্ না?

সুন্দরী। বল্‌ছি শোনো, একটা মেয়ে এসেছে, তার পায়ে জুতো, (মৃদু হাসি) হাতে ছাতা (হাসি বৃদ্ধি) চোখে চশমা···হা হা হা হা হা···

রাণী। আঃ পরেই না হয় হাসিস্‌—আগে বল্‌না কোথায় এসেছে ?

সুন্দরী। হন্ হন্ করে এসে বৈঠকখানা ঘরে ঢুকে, এই ভাবে কপালে দুটো হাত ঠেকিয়ে দাদাবাবুকে নমস্কার করলো—তার পর যে কীর্ত্তি করলো দিদিমণি !

রাণী। কি ?

সুন্দরী। 'হাডুডুডু' বল্‌তে বল্‌তে—এম্‌নি এম্‌নি করে (দেখাইয়া) বুড়ো কত্তার হাতখানা ধরে ঝাঁকি দিতে লাগ্‌লো। ও মাগো, কি মেয়ে গো !

রাণী। তার সঙ্গে আর কেউ আছে ?

সুন্দরী। হ্যাঁ, আছে—একটি আধাবয়েসী ভদ্দর লোক—বোধ হয় তার বাবা !

রাণী। মেয়েটার কপালে সিঁদুর দেখ্‌লি ?

সুন্দরী। তা'তো লক্ষ্য করিনি !·· দাঁড়াও, এখুনি দেখে আস্‌ছি···

বাস্তভাবে প্রস্থান

রাণী। বোধ হয় মনীষা সরকার—যার সুখ্যাতির কথা ওঁর মুখে লেগেই আছে।

সুন্দরীর পুনঃপ্রবেশ

সুন্দরী। ও দিদিমণি, দাদাবাবু আর সেই মেয়েটা এই দিকেই আস্‌ছে—আমি পালাই··· প্রস্থান

কনকের প্রবেশ

কনক। এই যে রাণী! বাঃ, তোমাকে আমরা খুঁজে খুঁজে হয়রাণ, আর তুমি এখানে এসে চুপ্‌টি করে দাঁড়িয়ে আছ?

মনীষার প্রবেশ

এসো মনীষা, এই দেখো আমার বৌ!

মনীষাকে দেখিয়াই রাণী ঘোমটা টানিল

কনক। (হাসিয়া) কেমন দেখ্‌ছো?

মনীষা বিস্মিতভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল

মনীষা। Strange indeed! তোমার বৌকে যে এভাবে দেখবো তা'তো আশা করিনি কনকদা?

কনক। আমিও কি আশা করেছি—এই ভাবে দেখাবো? তবু ঠাকুরদা বলেন—নাতবৌ নাকি তাঁর—পরমা লক্ষ্মী।

মনীষা। লেখাপড়া কিছু জানেন?

কনক। লক্ষ্মীর সঙ্গে সরস্বতীর যে কি ভয়ানক বিবাদ তা কি তুমি জানো না মনীষা? তা'তে আবার, ওঁর বাবা করতেন কৃষিকার্য্য! বাড়িতে ওদের গরু ছিল অনেক! সেই সঙ্গেই প্রতিপালিত হয়েছিলেন উনি······

রাণী চলিয়া যাইতেছিল, মনীষা তাহার হাত টানিয়া ধরিল

মনীষা। বাঃ, তুমি যে চলে যাচ্ছ বৌদি? আমার সঙ্গে কথা বল্‌বে না বুঝি?

কনক। কথা, তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই বল্‌বেন, এবং খুব বেশীই বল্‌বেন। তবে, এখুনি, এই মুহূর্ত্তে, তা' তুমি কিছুতেই আশা করতে পার না। আমার লেগেছিল পুরো একটি উইক!

মনীষা। Disappointing--(হাসিল)

কনক। But marriage is a parmanent appointment —you know ?

মনীষা। বৌদি!

রাণী। (নিরুত্তর)

মনীষা। আমার সঙ্গে কথা বলো বৌদি? ওকি—তুমি হাস্‌ছ কেন কনকদা?

কনক। চাণক্য-শ্লোক মনে পড়্‌ছে মনীষা—তাবচ্চ শোভতে বৌদি! যাবৎ কিঞ্চিন্নভাষতে।

মনীষা। কনকদার এত বিদ্রূপ কেন সহ্য করছ বৌদি? হঠাৎ রাগ করে, মুখের কাপড়টা ফেলে দাঁড়াও না একবার—চমৎকার ড্রামাটিক সিন্ হয়ে যাক্—

কমক। আমার সাম্‌নে? impossible—simply impossible···

মনীষা। তাহলে তুমিই যাও এখান থেকে, বৌদির সঙ্গে আমি একটু আলাপ-পরিচয় করি···

কনক। Very well, অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু!

প্রস্থান

মনীষা। বৌদি!

রাণী ধীরে ধীরে ঘোমটা সরাইল—তাহার চোখে জল

ওকি বৌদি ? তুমি কাঁদছ ?

রাণী। (চোখ মুছিয়া) আপনি এখানে কদিন থাক্‌বেন ?

মনীষা। ছিঃ তুমি আমাকে আপনি বলো না। কনকদা যে আমার আপন দাদার চেয়েও বেশী। ওঃ ভুল হ'য়ে গেছে, তোমার পায়ের ধূলো নিইনি তো…

প্রণাম করিল

রাণী। থাক্, থাক্, ক'দিন এখানে থাক্‌বে ভাই ?

মনীষা। কালই চ'লে যাবো। কিন্তু, আমার আর কোনো পরিচয় তো জিজ্ঞেস্ করলে না ?

রাণী। আমি তোমাকে চিনি।

মনীষা। তাই নাকি ? (হাসিল) আচ্ছা, তুমি কখনো ক'লকাতা যাওনি বোধ হয় ?

রাণী। না।

মনীষা। আমিও কখনো পাড়াগাঁ দেখিনি। আমার খুব ভাল লাগ্‌ছে। পথে আসবার সময়, দুধারে সবুজ ধানের খেতগুলি দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমার ইচ্ছে হচ্ছিল, আঁচলটা পেতে সেখানেই ব'সে থাকি। তুমি নাকি ওদিকে বেড়াতে যাওনা কখনো, কনকদা বল্‌ছিল।

রাণী। কি ক'রে যাবো ভাই ? আমি যে এই রায়-পরিবারের বৌরাণী ! পাল্কী-বেহারা ছাড়া ঘরের বার হলেই আমার নিন্দে হবে—

মনীষা। তা' কেন হবে ? সীতা যে রামচন্দ্রের সঙ্গে বনে গিয়েছিলেন, তাকে কি কেউ বাধা দিতে পেরেছিল ?

মাধব রায়ের প্রবেশ

মাধব। লোকনিন্দা উপেক্ষা ক'রে সীতা যে রামচন্দ্রের সঙ্গে বনে গিয়েছিলেন তার ফলটা তো খুব ভালো হয়নি—বিবিসাহেব! প্রথমে হলো সীতা-হরণ, তারপর রাবণ-বধ, তারপর সীতার—পাতাল-প্রবেশ!

মনীষা। সীতা-হরণের কারণ, সীতার বনে-গমন নয় ঠাকুরদা···

মাধব। তবে?

মনীষা। অতিরিক্ত নীতিজ্ঞানসম্পন্ন—লক্ষ্মণ-ঠাকুরের নারী-নির্য্যাতন। কি প্রয়োজন হয়েছিল তাঁর, একটি ভদ্রমহিলার নাক-কান কেটে দেওয়ার?

মাধব। হা হা হা হা···স্বূর্পণখা একটি ভদ্র-মহিলাই বটে! পুরুষ মানুষের উপর চড়াও হ'য়ে প্রেমনিবেদন করতে পারা, একটী মহিলার পক্ষে যথেষ্ট ভদ্রতার পরিচয়···কি বলো নাতবৌ?

মনীষা। দেখুন ঠাকুরদা, প্রেমনিবেদনের শাস্তিটা যদি নাক-কান কেটে দেওয়া ছাড়া আর কিছু না হয়—তা' হলে এ কালের মেয়েদের স্বুধু জাঁতী বা বঁটী নিয়েই দাঁড়িয়ে থাকা উচিৎ!

রাণী। আপনি কিন্তু হেরে গেলেন ঠাকুরদা।

মাধব। একালের স্বূর্পণখাদের কাছে তো হারতেই হবে নাতবৌ—উপায় কি?

মনীষা। আপনার লক্ষ্মণঠাকুরটি হারতে চান্‌নি বলেই তো সাতকাণ্ড রামায়ণ!

মাধব। আমার বয়স এখন সাতের কোঠায়। হারতে চাওয়াই এখন

আমার মস্ত জিৎ। কিন্তু যারা শুধু জিত্‌তেই ভালবাসে, তাঁদের বেলায় একটু বুঝেসুঝে চলো বিবিসাহেব!

রাণী। মনীষা বি, এ, পাশ মেয়ে, আমাদের মত মুখ্যু নয় ঠাকুরদা···

মাধব। বি, এ, পাশ মেয়ের মুখে লাগাম পরাবার মতো, এম, এ, পাশ ছেলেরাও তো আছে?

মনীষা লজ্জিত হইল

সুন্দরীর প্রবেশ

সুন্দরী। দেখুন দাদামশাই, আপনার ওই চশমা পরা নাত্‌নীটি দেখ্‌ছি—জুতো পায়ে এঘরে ঢুকেছেন। মা বল্‌লেন—জুতো জোড়া বাইরে খুলে রাখতে।

মনীষা। এ ঘরে কি······

সুন্দরী। হ্যাঁ এ ঘরে ব'সে মা ঠাক্‌রুণ সন্ধ্যে-পূজো করেন।

মনীষা। (বিব্রত ভাবে) তাই নাকি? এ অন্যায়টা তোমার বৌদি, তুমি কেন এতক্ষণ বলোনি আমাকে?

জুতা বাহিরে রাখিল

সুন্দরী। (স্বগত, ভঙ্গীসহকারে) ধুম্‌সো মাগী, চোখের মাথা খেয়ে চশমা পরেছিস্—চোখে দেখতে পাস্ না?

প্রস্থান

মাধবের প্রবেশ

রাণী। ঠাকুরদা ওঁরা নাকি কালই চলে যাবেন?

মাধব। হ্যাঁ, তাইতো শুন্‌ছি—

রাণী। আপনার পায় পড়ি ঠাকুরদা মনীষাদিকে যেতে দেবেন না। উনি কিছুদিন থাক্‌বেন এখানে। আমার বড্ড ভাল লাগ্‌ছে ওঁকে···

মাধব। এ বেড়ালের কাছে মাছ রেখে যেতে মহীতোষ কি রাজী হবে—?

মনীষা। যে মাছের কাঁটা খুব শক্ত তা' চিবুতে গেলে—বেড়ালকেও জব্দ হতে হয়—

ঘোম্‌টা টানিয়া রাণীর প্রস্থান

কনকের প্রবেশ

কনক—ঠাকুরদা, আপাতত আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে হবে। আমি আজই কলকাতায় যাবো···

মাধব। পঞ্চাশ···হাজার···টাকা!

কনক। হ্যাঁ, আমি একটা ছবি তুল্‌বো—খুব ভালো ছবি।

মধব। আজকাল তো শুন্‌ছি একটাকায় আটখানা ছবি তোলা যায়। তোমার ছবি তুল্‌তে পঞ্চাশ হাজার টাকা লাগ্‌বে কেন?

কনক। সে ছবি নয়, ফিল্‌মের ছবি! আমি একখানা ইংরিজি নভেলের বাংলা—'এডাপ্‌টেসান্' করেছি।

মাধর। ইংরেজি নাটকের কি করেছ?

কনক। 'এডাপ্‌টেসান!' যাকে বলে—যাকে বলে—'এডাপ্‌টেসানে'র বাংলা প্রতিশব্দ কি মনীষা?

মনীধা। আমি জানি না।

মাধব। হা হা হা হা···উনি বি,এ—তুমি এম,এ! যে ভাষার একটা বাংলা প্রতিশব্দ খুঁজে পাচ্ছ না, তার তুল্‌বে বাংলা ছবি? আগে বাংলাকে চেনো, বাংলার স্বরূপটা বোঝো, তারপর তোলো বাংলা-ছবি!

কনক। যাক গে আমি একটা কিছু করবই। এভাবে লাইফটাকে spoil করতে পারবো না।

মাধব। স্বর্গীয় যদুরায়ের হতভাগ্য পিতা আমি মাধব রায়—তার একমাত্র পৌত্র তুমি কনক রায়! তোমার জমিদারীর নেট মুনফা পাঁচলাখ টাকা। এহেন কনক রায়ের লাইফটা 'পায়েল না ঘায়েল' কি একটা হয়ে গেল—যেহেতু তিনি ছবি তুল্‌তে পারছেন না? কথাটার মানে আমাকে বুঝিয়ে দিতে পার মনীষা-বিবি?

মনীষা। হ্যাঁ পারি···

মাধব। পার নাকি? বেশ, বেশ, আচ্ছা বলোতো শুনি ব্যাপারটা কি?

মনীষা। কনকদা ব্যাটা ছেলে—শিক্ষিত ও স্বাস্থ্যবান। সে চায় নিজের সামর্থ্যের পরিচয় দিতে। বাপ-ঠাকুরদার অর্থ-সামর্থ্যের দিকে চেয়ে বসে থাকে, যারা আমাদের মত অবলা—শেয়াল-কুকুরেও অধম!

মাধব। তাই নাকি—হা হা হা হা···

কনক। হাস্‌বেন না ঠাকুরদা। মেয়েদের আপনারা কি করে রেখেছেন জানেন? বাক্স-বিছানার মতই Stationary goods!

মনীষা। ব্যক্তিই বলুন, আর জাতিই বলুন—ইকনমিক স্যালভেসান ছাড়া কারো স্বাধীন—সত্ত্বা বজায় থাকতে পারে না। কথা হচ্ছে···

মাধব। থামো থামো। মাধব রায় ছিলেন জমিদার, আর তার পরিবার ছিলেন—ক্ষেমঙ্করী দাসী। ক্ষেমঙ্করী যখনি বলেছেন—উঠে দাঁড়াও—দাঁড়িয়েছি। বসো—বসেছি। এই ক্ষেমঙ্করী আর মাধব রায়ের মধ্যে কে কার অধীন ছিলেন বল্‌তে পার?

মনীষা। আপনাদের সে কালের কথা ছেড়ে দিন—

মাধব। শোনো মনীষা-বিবি! মেয়েমানুষ কোনো কালেই পুরুষের অধীন নয়। এই দুনিয়াটাকে যারা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর চর্কি ক'রে ঘোরাচ্ছে, তারা যদি পরাধীন হয়—তা'হলে তোমরা স্বাধীনতার মানেই জানো না।

কর্ম্মচারী নিবারণের প্রবেশ

খবর কি নিবারণ ?

নিবারণ। আজ্ঞে তিনি এলেন না।

মাধব। (বিস্মিতভাবে) এলেন না ?

নিবারণ। (ভীতভাবে) আজ্ঞে না···

মাধব। কি বল্‌লেন ?

নিবারণ। বল্‌লেন—জমিদার মাধব রায়ের যদি কোনো প্রয়োজন থাকে, তা'হলে তিনি নিজেই এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারেন।

মাধব। (উত্তেজিতভাবে) বটে ? বটে ? আচ্ছা, পাঁচজন বরকন্দাজ পাঠিয়ে দাও—এখুনি তাকে বেঁধে নিয়ে আস্‌বে।

নিবারণ। (ভীতভাবে) বেঁধে নিয়ে ?

মাধব। (অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে) হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেঁধে নিয়ে। আমি মাধব রায় আমি যাব তার সঙ্গে দেখা করতে, আর তিনি আস্‌তে পারবেন না, আমার এখানে ? বলি, কোথাকার লাটসাহেব তিনি ? যাও—যা বল্‌ছি তাই করো···

নিবারণের প্রস্থান

মনীষা। কে ঠাকুরদা ?

মাধব। কেউ নয়। হ্যাঁ, কি বল্‌ছিলাম? স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা। তাই হবে কনক! আমার সমস্ত জমিদারী আমি নাতবৌয়ের নামে উইল করবো, আর তার তহবিল থেকে তোমাকে দেবো পঞ্চাশহাজার টাকা কর্জ্জ। তাই নিয়ে তুমি ছবি তুল্‌বে—রাজী আছ ?

মনীষা। নিশ্চয়ই আছেন···

কনক। (বিশেষ চিন্তিত ভাবে) কাজটা কি ভাল হবে ঠাকুরদা ?

মাধব। কোন্ কাজটা ?

কনক। অশোকবাবুকে এই ভাবে বেঁধে আনা ?

মাধব। কেন ভাল হবে না? আমি মাধব রায় আমার জমিদারীর এলেকায় এসে—আমাকে অগ্রাহ্য করবে? আমার উপর চোখ রাঙাবে? আমি দেখে নেব—তার ঘাড়ে ক'টা মাথা!

মনীষা। (চিন্তিত ভাবে) কে এই অশোকবাবু কনকদা ?

মাধব। কত বড় দুঃসাহসের কথা! আমি মাধব রায়—আমার জমিদারীতে দাঁড়িয়ে আমার প্রজাদের বল্‌ছে—জমিদার কেউ নয়! তাকে অমান্য করলে কোনো অপরাধ হয় না! বাছাধন বোধহয়—মাধব রায়কে চেনেন না। আজই ধরিয়ে এনে ঠাণ্ডা গারদে পুরবো—চিনিয়ে দেব—এই মাধব রায় লোকটা কে ?

নিবারণ আসিয়া ভীতভাবে দাঁড়াইল

আবার কি নিবারণ ?

নিবারণ। বরকন্দাজরা কি শুধু লাঠি সোটা নিয়েই যাবে, না দু'একটা বন্দুকও থাক্‌বে তাদের সাথে ?

মাধব। (বিরক্তভাবে) তোমাদের কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই। কোথাকার একটা কে—তার জন্যে হাতী, ঘোড়া, কামান, বন্দুক—যেন একেবারে চীন-জাপানের লড়াই বেধে উঠেছে। মাত্তর তু'জন বরকন্দাজ পাঠিয়ে দাও—ছোক্‌রার কান তুটো ধরে হিড়্ হিড়্ করে টেনে আনুক্—

নিবারণ। যে আজ্ঞে—

যাইতেছিল

মাধব। শোনো নিবারণ!

ফিরিল

(চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, এখন থাক্। কাল সকালে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই বরকন্দাজদের পাঠিয়ে দিও—

নিবারণ। যে আজ্ঞে···

প্রস্থান

মাধব। তা'হলে আমি এখন আসি—দাদা-দিদি? সেই কথাই ঠিক রইলো—আমার এই জমিদারী পাবে নাতবৌ···

প্রস্থান

মনীষা। কে এই অশোকবাবু কনকদা?

কনক। কি জানি! লোকটাকে আমি এখনো দেখিনি—শুন্‌তে পাই —একটা মস্ত স্কলার, চাষাদের সঙ্গে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ায়—কখনো কোনো ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলে না।

চিন্তিতভাবে মনীষার প্রস্থান

রাণীর প্রবেশ

রাণী। তুমি ক্ষেপেছ ?

কনক। কেন রাণী ?

রাণী। তুমি থাক্‌তে আমি হবো এই জমিদারীর মালিক ? কি যে বলো—যাও যাও, দাদামশাইকে ব'লে এসো তা কিছুতেই হতে পারে না।

কনক। কেন ? চাষার মেয়ে তুমি জমিদারী পাবে, আর জমিদারের ছেলে আমি চাষামো ক'রে বেড়াবো, এই তো ছুনিয়ার নিয়ম।

রাণী। আচ্ছা, (চিন্তা করিয়া) একটা কথা বল্‌বো ?

কনক। কি ?

রাণী। এই মনীষাদিকে তুমি বিয়ে করো।

কনক। এখন আর সে সম্ভাবনা নেই বলেই, বোধহয় পরিহাস করছ ?

রাণী। না, না, পরিহাস নয়। আমি যে তোমার কত অনুপযুক্ত তা' কি আমি বুঝি না ? আমি মরলে, তুমি নিশ্চয়ই মনীষাদিকে বিয়ে করবে ? বেঁচে থেকেই বা তোমার সে সুখটুকু কেন দেখ্‌বো না ? আমাকে তুমি ভালবাসো না···ভালবাস্‌তে পারো না···কিন্তু আমি···

কাঁদিল

কনক। (হাসিয়া) মনীষার সঙ্গে এখন আমাকে বিয়ে দিতে পার রাণী ?

রাণী। কেন পারবো না ? তোমাকে সুখী করতে—তোমার মুখে একটু হাসি দেখ্‌তে—আমি কি না পারি ? (কাঁদিল)

কনক। তা'হলে জমিদারীটা তোমার নামেই লেখাপড়া হোক্—তারপর—

রাণী। না, না, আমি জমিদারী চাই না—আমি শুধু চাই—এই সিঁথির সিঁদূরটুকু নিয়ে, দিনান্তে, তোমার পায়ের উপর আমার মাথাটা একবার রাখ্‌তে ··

প্রণাম করিল—কনক হাসিল

লালুর সঙ্গে ছদ্মবেশী অশোকের প্রবেশ

কনক। কে?

রাণী চকিত ভাবে ঘোম্‌টা টানিয়া চলিয়া গেল

লালু। (একটু তোত্‌লা) এই লোকটা আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়—

কনক। (বিস্মিতভাবে) দেখা করতে চায় ব'লে একটা অপরিচিত লোককে তুই এই অন্দর মহলে নিয়ে এলি? কী আশ্চর্য্য!

লালু। আজ্ঞে, আমার কোনো দোষ নেই। লোকটা কিছুতেই শুন্‌লো না, আমার সঙ্গে সঙ্গে চলে এলো···

কনক। কি চাও তুমি?

অশোক। না, আর কিছুই চাই না। জমিদার মাধব রায়কে দূর থেকে দেখে এসেছি—আপনাকে একটু কাছে এসে দেখ্‌বার সাধ হয়েছিল —কিন্তু সে সাধ আর নেই—

কনক। কেন?

অশোক। নিজের পরিবারটিকেই যিনি 'চাষার মেয়ে' ব'লে ঘৃণা করেন—তার কাছে আর কোনো প্রার্থনাই নেই আমার।

কনক। তুমি একজন চাষা?

অশোক। আজ্ঞে হ্যাঁ।

কনক। কি তোমার প্রার্থনা? বলো···

অশোক। চরণ-বিলের জল-নিকাশের ব্যবস্থা ক'রে না দিলে—চাষী প্রজাদের দুর্গতির সীমা থাক্‌বেনা—

কনক। তোমাদের আশোক সেন নাকি জমিদারকে অগ্রাহ্য করেই সে ব্যবস্থা করবেন?

অশোক। আজ্ঞে হ্যাঁ, জমিদার যদি না—করেন, তা'হলে নিশ্চয়ই করবেন তিনি।

কনক। তবে আর এখানে এসেছ কেন? তাঁর কাছেই যাও—

অশোক। তা' ছাড়া আর উপায় কি? আচ্ছা, আসি তা'হলে, নমস্কার।

যাইতেছিল

কনক। শোনো। জমিদারের স্বার্থের দিকে চেয়ে চরণ-বিলের জল নিকাশ করা হবে না। একথাটা অশোকবাবুকে বুঝিয়ে বলো—

অশোক। প্রজাকে বাঁচিয়ে রাখার চেয়ে বড় স্বার্থ জমিদারের আর কি থাকতে পারে?

কনক। সে তর্ক আমি তোমার সাথে করতে চাই না। নোটের উপর তোমাদের অশোক সেনকে জমিদার মাধব রায় একবার দেখে নেবেন —একথাটাও বলো তাঁ'কে···

অশোক। যে আজ্ঞে—বল্‌বো··

প্রস্থান

কনক। হেই লালু! কোনো চাষাকে যদি এই ভাবে অন্দরে নিয়ে আসিস্—তা'হলে তোকে জুতিয়ে সোজা করবো—

ভীতভাবে লালুর প্রস্থান

রাণীর প্রবেশ

রাণী। কে লোকটা?

কনক। বে-আক্কেলে চাষা! বোধহয় তোমাদের সোজা বাড়ি—

রাণী। তাকে তুমি ওভাবে তাড়িয়ে দিলে 'কেন? আহাহা, বেচারা বহুদূর থেকে এসেছে—চোখ মুখ শুকিয়ে গেছে—ডাকো না, আমি কিছু খাবার এনে দি···

কনক। চাষাদের সঙ্গে ওসব আত্মীয়তা তুমি সেই দিন ক'রো রাণী, যেদিন নিজে জমিদারী পাবে।

রাণী। ও কথাটা বার বার ব'লে কেন আমাকে দুঃখ দিচ্ছ? সত্যিই যদি দাদামশাই আমার নামে কোনো উইল করেন—সে উইল আমি টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে ফেল্‌বো—

মনীষার প্রবেশ—রাণী ঘোম্‌টা টানিল

মনীষা। ছিঃ বৌদি, তুমি ভারি সে-কেলে! কেন ওভাবে বারবার ঘোমটা টান্‌ছ? আমার অসাক্ষাতে তো কনকদার সঙ্গে বেশ ঝগড়া করছিলে?

ঘোম্‌টা সরাইয়া দিল—রাণী প্রতিবাদ করিল না

আচ্ছা কনকদা, বৌদিকে তুমি 'চাষার মেয়ে' ব'লো কেন্? সত্যিই কি ওঁর বাবা চাষা ছিলেন?

কনক। একেবারেই raw, uncultnred.—আমার বিয়ের দুর্ঘটনাটা বোধ হয় শোনোনি তুমি ?

মনীষা। দুর্ঘটনা ?

কনক। হ্যাঁ, বিয়ের একটা দিন আগেও আমি জান্‌তাম না যে কাল আমার বিয়ে। মফস্বলে যাবার পথে দাদামশাই একদিন হঠাৎ ঘোড়া থেকে পড়ে যান্। সেখানকার চাষারা তাঁকে ধরাধরি করে, এক মাতব্বর—গেরস্থের বাড়িতে নিয়ে যায়—সেই মাতব্বরের মেয়েই তোমার এই বৌদি ! চাষাদের গাঁয়ের মাতব্বর কিনা, তাই নামটাও দস্তখৎ করতে জান্‌তেন না—সুতরাং মেয়েটিকেও একটু লেখাপড়া শেখাবার আবশ্যকতা বোধ করেন নি।

মনীষা। বিয়েটা হলো কি ক'রে তা'তো বল্‌লে না ?

কনক। বলছি, শোনো। পায়ের ব্যথায় দাদামশাই অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। তোমার এই বৌদিই সারারাত জেগে পদসেবা করেছিলেন তাঁর। মহাদেব তখন পার্ব্বতীকে বল্‌লেন—"বরং বৃণু !" পার্ব্বতী লজ্জায় অধোবদন হয়ে রইলেন—

মনীষা। Romantic !

কনক। হ্যাঁ, romantic, কিন্তু এ romanceএর Victim হ'তে হলো আমাকে। বুড়ো দাদামশাই তো বয়েসের নাগাল পেলেন না, কি আর করবেন ?

মনীষা। চাষার মেয়ে ব'লে বৌদির উপর তুমি আর অবিচার ক'রোনা কনকদা—She is an emblem of innocence and purity.

কনক। দাদামশাই তো ওর 'পর সুবিচার করবেন—জমিদারী দিয়ে। তবে আর ভাবনা কি ?

মনীষা। বৌদি সে মেয়ে নয় কনকদা! স্বামীর ভালবাসার চেয়েও, পাঁচলাখ টাকার জমিদারীকে বেশী পছন্দ করে—আমাদের মত কলেজে-পড়া মেয়েরা—জগৎকে যারা টাকা-আনা-পাই দিয়ে বিচার করতে শিখেছে—বৌদি তো তা' শেখেনি? কেঁদনা বৌদি! (চোখ মুছাইল) বাপের বাড়িতে তোমার আর কে আছে?

কনক। কেউ নেই। জমিদার-বাড়িতে কন্যাসম্প্রদান ক'রে ওঁর বাপ-মা সবাই স্বর্গে গেছেন—শুন্‌তে পাই এক গুণধর দাদা আছেন লক্ষ্ণৌ সহরে—কোন্ এক বাইজীর বাড়িতে ডুগি-তবলা বাজান্—

মনীষা। ছিঃ কনকদা, কি যা'তা বল্‌ছ?

কনক। যা' সত্যি তাই বল্‌ছি—মনীষা!

মাধবের প্রবেশ

রাণীর প্রস্থান

মাধব। কনক, একটা লোক এসেছিল তোমার এখানে?

কনক। হ্যাঁ, লালু সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছিল।

মাধব। (উত্তেজিতভাবে) লালু! লালু!

লালু ভীতভাবে সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইল

বল্ সে কোন্ দিকে গেল?

লালু। আজ্ঞে সিঁড়িঘর পর্য্যন্ত যেতে দেখেছি—তারপর যে কোন্ দিকে গেছে—ঠাওর করতে পারিনি!

মাধব। আমি তোকে জুতিয়ে লম্বা করবো পাজি, হারামজাদা! একটা অপরিচিত লোককে এনে অন্দরমহলে ঢুকিয়েছিলি, এখন সে কোনদিকে গেল বল্‌তে পারবিনে? যা' শীগ্‌গীর খুঁজে দেখ্—সমস্ত বাড়িটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখ্—কোথায়ও লুকিয়ে আছে কি না…?

লালুর প্রস্থান

নিবারণের প্রবেশ

কোনো খোঁজ পেলে নিবারণ?

নিবারণ। আজ্ঞে না।

মাধব। কী আশ্চর্য্য! আচ্ছা, তুমি কি ঠিকই দেখেছ, লোকটা অশোক সেন—

নিবারণ। আজ্ঞে হ্যাঁ…

কনক। (চম্‌কিয়া) অশোক সেন?

মাধব। আমাকে বল্‌তে না এসে, আগে দারোয়ানদের খবর দিলেনা কেন—পিচ্‌মোড়া দিয়ে বেঁধে ফেল্‌তো—

নিবারণ। আজ্ঞে ভুল হ'য়ে গেছে!

মাধব। (ভেঙাইয়া) ভুল হয়ে গেছে—যত অপদার্থ নেমকহারামের দল! যাও এখন ভাল ক'রে খুঁজে দেখো, চারদিকে লোক পাঠাও, নিশ্চয়ই বেশীদূর যেতে পারেনি। কী আশ্চর্য্য, এই বাঘের ঘরে ঢুকে, অনায়াসে বেরিয়ে গেল একটা শেয়ালের বাচ্চা? কেউ তার

টুঁটি কামড়ে ধরতে পারলে না? আমি তাকে চাই—কাল সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই চাই—যাও—ব্যবস্থা করগে—

একদিকে নিবারণ অন্যদিকে মাধবের প্রস্থান

কনক। সত্যিই মনীষা, আমি অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছি। কী দুঃসাহস এই অশোক সেনের···

মনীষা। তুমি ঠিক জানো কনকদা—এই অশোক সেন একজন মস্ত স্কলার? (চিন্তিত হইল)

কনক। হ্যাঁ। কেন বলো তো?

মহীতোষের প্রবেশ

মনীষা। বাবা, অশোকদা এখানে?

মহীতোষ। হ্যাঁ, তাইতো শুন্‌ছি—কিন্তু ব্যাপার কি? কিছুতো বুঝ্‌তে পারছিনে! কনক! বাবা এদিকে একবার এসোতো—মনীষা, আমাদের জিনিষপত্তর সব গুছিয়ে ফেল্—কাল ভোরের ট্রেনেই কল্‌কাতা রওনা হবো···

কনক ও মহীতোষের প্রস্থান

রাণী। (ব্যাকুল ভাবে মনীষার হাত ধরিয়া) তুমি চলে যাবে?

মনীষা। হ্যাঁ—বাবা তো তাই বল্‌লেন। কিন্তু—বৌদি! আমি বোধহয় যাবনা—যেতে পারবনা—আমার অশোকদা এখানে।

রাণী। কে তোমার অশোকদা?

মনীষা। আমার? কেউ নয়। তিনি এই দেশের ও দশের সেবক—তাই আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি— (প্রণাম করিল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—জমিদার বাড়ির সম্মুখস্থ পুষ্পোদ্যান

কাল—প্রভাত

দৃশ্য—পুষ্পোদ্যানের মধ্যে একটি টিপয়ের দুই পার্শ্বে—মহীতোষ ও কনক—চা-পান করিতেছিলেন—ও সংবাদপত্র দেখিতেছিলেন—

মহীতোষ। শোনো কনক! আসল ব্যাপারটা তোমাকে খুলেই বলি—এই অশোক সেনকেই মনীষা ভালবাসে। অশোক যে খুব উচ্চশিক্ষিত ও চরিত্রবান সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই—

কনক। আপনি ভুল বুঝেছেন জ্যাঠামশাই চরিত্রবান সে মোটেই নয়—

মহীতোষ। কেন—কেন?

কনক। তার এই প্রজা-হিতৈষণার মূলে কি আছে জানেন?

মহীতোষ। কি?

কনক। একটা 'চাষার মেয়ে'র প্রেম!

মহীতোষ। অসম্ভব—হতেই পারেনা। সে যে আমার ছাত্র ছিল—He was the most disciplined boy of my class···

কনক। ছাত্রজীবন দিয়ে মানুষকে বিচার করা চলে না, জ্যেঠামশাই—

মহীতোষ। তুমি তো আমাকে বড্ডই ভাবিয়ে তুল্‌লে কনক! আমি যে তার সঙ্গেই মনীষার বিয়ে দেব ঠিক করেছি—কিন্তু সে যদি আজ

একটা 'চাষার মেয়ের' প্রেমে পড়ে থাকে—নাঃ, বড়ই মুস্কিলের কথা হ'লো দেখ্‌ছি—

কনক। কেন, মুস্কিলের কথাটা কি হলো? অশোক ছাড়া কি দেশে আর ছেলে নেই?

মহীতোষ। আহাহা, তুমি বুঝ্‌তে পারছ না, মেয়েটা তাকে ভালবাসে যে—

কনক। কে কা'কে ভালবাসে সে খবর রাখার কি কোনো প্রয়োজন আছে আপনাদের সমাজে?

মহীতোষ। শোনো কনক! মনীষা যখন আই, এ, পড়তো—তখন তোমার বাবার সঙ্গেই আমার কথা হয়েছিল—ওকে বিয়ে দেব তোমার সঙ্গে। কিন্তু তোমার মা বল্‌লেন—ইংরেজি লেখাপড়া-জানা মেয়ে, ঘরে আন্‌বেন না। তারপর যদু মারা গেল, তোমারও বিয়ে হয়ে গেল—মনীষাও বড় হ'য়ে উঠ্‌লো।

কনক। মনীষাকেই বা এতদিন একটা বিয়ে দিলেন না কেন?

মহীতোষ। আহা-হা-হা, তুমি বুঝ্‌তে—পারছ না, মেয়ে আমার ক্রমে বড় হয়ে উঠ্‌লো,—বি, এ, পাশ করলো—এখন কি আর তার মতামতটা উপেক্ষা করা চলে?

মনীষার প্রবেশ

মনীষা। বাবা! বরকন্দাজরা নাকি গেছে—অশোকদাকে বেঁধে আন্‌তে? আমাদের সাম্‌নেই—তাঁকে—অপমান করা হবে?

মহীতোষ। না, না, না—তাকি হতে পারে? আমি এখুনি যাচ্ছি—বুড়োকর্ত্তার কাছে।

প্রস্থান

কনক। ব'সো মনীষা, আচ্ছা, এই অশোক সেনকেই তুমি খুব ভালবাসো, না ?

মনীষা। হ্যাঁ কনকদা, আমি তাঁকে খুব ভক্তি করি। সত্যিই তিনি একটা মানুষের মত মানুষ—

কনক। (হাসিয়া) তাই নাকি ? কতদিনের আলাপ-পরিচয় তোমাদের ?

মনীষা। বেশীদিনের নয়···

কনক। তা'হলে—তার সম্বন্ধে বেশী-কিছু—জানোনা নিশ্চয়ই ? কি বলো ?

মনীষা। এত সরল তার চোখের দৃষ্টি—এত সোজা তার মুখের ভাষা—আর, এত স্পষ্ট ও পবিত্র তার প্রত্যেকটি কাজ যে—তাকে বুঝে নিতে খুব বেশী দিনের প্রয়োজন হয় না—

কনক। (হাসিয়া) তাই নাকি—হা হা হা—

মনীষা। তুমি হাস্‌ছ কেন কনকদা ?

কনক। আচ্ছা, আমাদের এই রায়গাঁ তোমাদের কেমন লাগ্‌ছে ?

মনীষা! খুব ভালো। জীবনে আমি এই প্রথম পাড়াগাঁ দেখ্‌লাম। এত জল, এত আলো, এত বাতাস, সত্যি কনকদা এখানকার মানুষগুলো খুব সুখী।

ভয়ানক ক্রুদ্ধমূর্ত্তিতে টিকি ও নামাবলী উড়াইয়া রামকানু ঠাকুরের প্রবেশ—পিছনে সুন্দরী

রামকানু। না, না, না, আমি আর কিছুতেই থাক্‌পো না এহানে—আজই চলে যাবো—

কনক। কেন, কি হয়েছে ঠাকুরমশাই ?

সুন্দরী। আপনি নাকি কি বলেছেন ?

কনক। (বিস্মিতভাবে) আমি ?

রামকানু। হ্যাঁ, আপনি। আমি রামকানু শর্ম্মা—আমার ঠাকুরদা অমাবস্তের রাত্তিরি চাঁদ দেখাইছেলো, তার ঠাকুরদা নবগঙ্গার বাঁক্ ফিরোইছেলো, তার ঠাকুরদা রাগ ক'রে এমন এক লাথি মারিছেলো এই মাটিতি যে, তাতেই হইছেলো তোমাগে—ওই শ্রীচরণের দীঘি ! আর তুমি ইংরেজি নবিশ, আমারে চেন না···

কনক। আপনার ক্রোধের কারণ তো আমি কিছু বুঝ্‌তে পারছিনে ঠাকুরমশাই !

রামকানু। বাওনের ছাওয়াল ভিক্ষে করে খাবো। বড়লোকের কি ধার ধারি ? তুমি ইংরেজি-নবীশ আমারে কও 'পুয়োর-ম্যান' ?

কনক। ও, সেই কথা ?

হাসিল

মনীষা। কিন্তু ঠাকুরমশাই, ব্রাহ্মণকে পুয়োর-ম্যান বল্‌লে তো গালাগালি দেওয়া হয় না, খুব উচ্চপ্রশংসাই করা হয়।

রামকানু। আরে মণি, তুমি তার কি বোঝো ? 'গরীব-বাওন' কলি হয় না, কিন্তু 'পূয়োরম্যান' কলি হয়। আচ্ছা, মণি, কাল যে তোমরা ঠাকুরবাড়ির বারান্দায় ব'সে, হাস্‌লে, রস্‌লে, আর ছরবেছর ইংরেজিতে বাওচাল্লি করলে—বলি, তার মানেডা কি ? যার পনর-আনাই আমি বুঝতি পারলাম না, তা' যে গালাগালি না, তা' আমি বোঝ্‌বো কেমন করে ?

কনক ও মনীষা হাসিতেছিল

(গম্ভীর ভাবে) দেখো—দেখো যে হাসির ঘটা! দেখিছ? আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি—এ হাসির মানেডা কি?

তাহাদের হাসি আরও বৃদ্ধি হইল

একি সহ্য করা যায়? কোনো মানুষ কি পারে এই নছল্লা সহ্য করতি? নাঃ—আমি আর কিছুইতেই থাক্‌পো না এগানে।

সুন্দরী। না, না, আপনি রাগ করবেন না—চলুন ঠাকুরবাড়িতে···

রামকানু। আরে মণি, তুই আর ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করিস্‌নে—আমার ভালো ঠ্যাকে না—

একটা তাম্রকমণ্ডলু ও ফুলের সাজি হাতে লইয়া সত্তস্নাত ও পট্টবস্ত্র পরিহিত মাধব রায়ের প্রবেশ

মাধব। (কমণ্ডলু হইতে হাতে একটু জল লইয়া) দিন ঠাকুরমশাই—একটু পাদোদক দিন—

রামকানু। (পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ জলে ডুবাইয়া) শুদো, আপনার ভক্তির বাঁধন ছিড়তি পারতিছি নে—রায়মশায়! তা' না হলি এদ্দিন কবে চলে যাতাম্। আপনি মরে গেলি—হিঁদুয়ানী আর থাক্‌পে না। এই রায়বাড়ির মায়েপুরুষ সব খীষ্টেন হয়ে যাবে—

মাধব। আমার মৃত্যুর পর যা' হয় হবে। আপনি এখন যান্ ঠাকুর-বাড়িতে। যে মুখ দিয়ে কনক আপনাকে ইংরেজি কথা বলেছে—তার সেই মুখ আমি পঞ্চগব্য দিয়ে শোধন করবো

রামকান্থ। না, না, রায়মশায়—ততদূর করতি হবে না।

মাধব। (কৃত্রিম ক্রোধে) নিশ্চয়ই হবে। আমি মাধব রায়, আমার পুরোহিতকে অসম্মান করে যদুরায়ের বেটা কনক রায়? এত বড় আস্পর্দ্ধা তার, এ আমি কিছুতেই সহ্য করবো না···

রামকান্থ। শুদো আপনার ভক্তির বাঁধনে বাঁধা পড়িছি রায়মশায়—তা' না হলি—হ্যাঁ—

সুন্দরীসহ প্রস্থান

কনক। একটা উদ্ধত উন্মাদকে আপনি অত্যন্ত বাড়িয়ে তুল্‌ছেন ঠাকুরদা—

মাধব। (গায়ে হাত বুলাইয়া) উন্মাদকে যদি সাম্‌লে নিতে না পারো, তোমরা যে প্রকৃতিস্থ—তাও তো প্রমাণ হয় না···

মহীতোষের প্রবেশ

এসো মহীতোষ! ব'সো ব'সো—

একটা দারোয়ান তু'খানা চেয়ার দিয়া গেল—সকলেই বসিলেন

ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝ্‌তে পারছি না মহীতোষ! এই অশোক সেন যদি তোমাদের সেই অশোক সেন হয়, তা'হলে কি তার এমন অধঃপতন হতে পারে?

মনীষা। অধঃপতন মানে?

মাধব। একটা চাষার মেয়ের প্রেমে পড়ে, চাষাভুষোদের মধ্যে গিয়ে পড়ে থাকা কি তার মত উচ্চশিক্ষিতের পক্ষে অধঃপতন নয়? তুমি কি বলো মহীতোষ?

মনীষা। মিথ্যা কথা।

মাধব। বটে ?

হাসিলেন

দুইজন বরকন্দাজের সঙ্গে অশোকের প্রবেশ। তাহার হাতে পায়ে জলকাদা—কাঁধে একটা মাটি-মাখা কোদাল

মনীষা। (দেখিয়াই) অশোকদা !

পদধূলি লইল

অশোক। (সকলকে লক্ষ্য করিয়া) নমস্কার··

মহীতোষের পদধূলি লইয়া

আপনি এখানে কেন সার্ ?

মহীতোষ। এই মাধববাবুর ছেলে যদুবাবু ছিলেন আমার বাল্যবন্ধু—সহপাঠী।

অশোক। ও। তা' আমাকে ধ'রে আন্বার জন্যে মাত্তর দু'জন বরকন্দাজ পাঠালেন কেন মাধববাবু ? আমি নিজে না-এলে ওরা তো আমাকে কিছুতেই আন্তে পারতো না।

মাধব। তার মানে ?

অশোক। ওরা যে একলা আমার সঙ্গেই পারে না ! তা' ছাড়া আমার সঙ্গে আছে এমনি কোদাল কাঁধে আরো পাঁচশো লোক !

একটি দারোয়ান—অশোকের নিকট একখানা চেয়ার আনিয়া দিতেছিল

মাধব। না, না, কুরশী দিতে হবে না—নিয়ে যা। আমার একটা চাষী প্রজা বস্‌বে—আমার সাম্‌নে কুরশীতে ?

অশোক। (হাসিয়া) আপনি ভুল করছেন মাধববাবু—আমি আপনার প্রজা নই···

মাধব। আজ এক মাসের উপর তুমি আমার জমিদারীর এলেকায় বাস করছ ?

অশোক। আজ্ঞে হ্যাঁ, কিছুদিনের জন্যে আপনার কোনো-এক প্রজার আতিথ্যগ্রহণ করেছি মাত্র—প্রজাত্ব স্বীকার করিনি···

মাধব। কেন ? তোমার উদ্দেশ্য কি ?

অশোক। চরণ-বিলের জল নিকাশের ব্যবস্থা করা—চাষার দুর্গতি দূর করা।

মাধব। কাল তুমি আমার অন্দরমহলে এসে ঢুকেছিলে ?

অশোক। আজ্ঞে হ্যাঁ।

মাধব। কেন ?

অশোক। সে কথা তো এই কনকবাবুকে বলে গিয়েছিলাম—এই জমিদারবাড়িটা, আর তার বিলাসিতার উপকরণগুলি দেখ্‌বার সাধ হয়েছিল। যে জমিদারের হাজার হাজার প্রজারা অন্ন-বস্ত্রের অভাবে কুকুর-শেয়ালের মত বাস করছে—তাঁর সুখৈশ্বর্য্য কত—তাই দেখতে এসেছিলাম।

মাধব। বিনা অনুমতিতে—কোন্ সাহসে, তুমি আমার অন্দর-মহলে ঢুকেছিলে ? বলো।

অশোক। পরের মা-বোন্‌কে যে তার নিজের মা-বোন্ মনে করতে পারে, সে তার নিজের বুকের সাহসেই পারে পরের অন্দর-মহলে ঢুক্‌তে।

মাধব। কিন্তু জমিদারের একটা আভিজাত্য আছে—বংশমর্য্যাদা আছে —আত্মসম্মানের দাবী আছে ?

অশোক। থাক্, থাক্, মাধববাবু সে সব কথা আর তুল্‌বেন না।

হাসিল

মাধব। কেন—কেন ?

অশোক। আপনার জমিদারীর ইতিহাস আমি জানি।

মাধব। কি জানো ?

অশোক। ইষ্ট্-ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন এদেশে বাণিজ্য করতে আসে— তখন আপনার পূর্ব্বপুরুষ করতেন কোনো এক মুসলমান মৌজাদারের মোসাহেবী। তার পর যখন কোম্পানীর সঙ্গে নবাবের লড়াই বেধে ওঠে—তখন তিনি সেই মৌজাদারকে বন্দী করবার সহায়তা করেন —কোম্পানীর ফৌজকে পেছন দরজা দিয়ে অন্দর-মহলে ঢুকিয়ে। এই জমিদারী, আপনার সেই পূর্ব্বপুরুষের বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার —এ কথা কি অস্বীকার করতে পারেন আপনি ?

মাধব। (অস্থির ভাবে) তুমি, তুমি, আজ্, আজই আমার এলাকার বাইরে চলে যাবে কিনা, বলে···

অশোক। না।

মাধব। যাবে না ?

অশোক। আজ্ঞে না।

মাধব। আমার বিরুদ্ধে আমার প্রজাদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করবে ?

অশোক। যতদিন চরণ-বিলের জল-নিকাশ না হবে—প্রজাদের দুর্গতি দূর না হবে—ততদিন করবো।

মাধব। আমি যদি তোমাকে আর সেখানে ফিরে যেতে না দিই—এখানেই বেঁধে রাখি ?

অশোক। পারবেন না। বলেছি তো, ঠিক এম্‌নি কোদাল কাঁধে পাঁচশো চাষা এসেছে আমার সঙ্গে···

মাধব। তারা সব কোথায় ?

অশোক। ওই দীঘির পাড়ে অপেক্ষা করছে আমার জন্যে।

মাধব। কনক! কনক! আমার বন্দুকটা নিয়ে এসো—যাও, আঃ যাও বল্‌ছি···

অশোক। (হাসিয়া) মাধববাবু! ভেবেছিলাম আপনি বুড়োমানুষ, কিন্তু এখন দেখ্‌ছি—আমাদের চেয়েও আপনার রক্ত অনেক বেশী তরল! আচ্ছা, আপনার ঘরে যে দু'চারটে বন্দুক আছে, তাকি আমি জানি না ?

মহীতোষ। অশোক! বাবা, তুমি এখন এসো। এখানে আর কোনো প্রয়োজন নেই তোমার···

অশোক। দেখুন মাধববাবু! বন্দুক যদি কখনো ছোড়েন, আমার এই বুকটা লক্ষ্য করেই ছুড়্‌বেন। কারণ, আপনার প্রজারা নিরপরাধ।

প্রস্থান

মাধব। মহীতোষ! সত্যিই এ ছেলেটি অসাধারণ। একে যদি তাড়াতে না পারি—তা'হলে আমার জমিদারীর এই শেষ—কী লজ্জা কী অপমান—

প্রস্থান

মহীতোষ। কনক, যাবে আমার সঙ্গে ?

কনক। কোথায় ?

মহীতোষ। ওই দীঘির পাড়ে গিয়ে অশোকের সঙ্গে একবারটি দেখা করবো।

কনক। না জ্যেঠামশাই, আমি যাবো না।

মহীতোষ। কেন ?

কনক। আমার পকেটে একটা রিভলবার আছে—মনীষার মুখের দিকে চেয়ে আমি অনেক সহ্য করেছি—হয়তো আর পারবো না—

মহীতোষ। আচ্ছা, আচ্ছা, তুমি যেয়ো না, আমিই যাচ্ছি— প্রস্থান

মনীষা। আমিও যাবো অশোকদার সঙ্গে দেখা করতে—

কণক। আমি বুঝ্‌তে পারছি না মনীষা, একটা চরিত্রহীন লম্পটের উপর তোমার এ সহানুভূতির কারণ কি ? তার এ প্রজাহিতৈষণার মূলে আছে—'একটা চাষার মেয়ের প্রেম'—এ কথাটা কি তুমি বিশ্বাস করছ না ?

মনীষা। তাই যদি বিশ্বাস করতে হয়—বেশ, তা'হলে রিভলবারটা আমাকেই দাও—আমিই তাকে গুলি করবো। দেশহিতৈষণার মুখোস্ পরে—মূর্খ জনসাধারণকে ভুল বুঝিয়ে—যারা নিজের স্বার্থসিদ্ধি করতে পারে—তাদের গুলি করতে—আমার হাত একটুও কাঁপ্‌বে না কনকদা! দাও, দাও—রিভলবার দাও—আমিই যাবো সেই দীঘির পাড়ে—

কনক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—হাতে রিভলবার নাড়িতে লাগিল

দাও, দাও—

রিভলবার ধরিল

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—অশোকের কুটির

কাল—পূর্ব্বাহ্ণ

দৃশ্য—অশোক একটা খলখড় বিছানো শয্যায় বসিয়াছিল। ঘরে অতি দরিদ্রভাবের নানাপ্রকার আসবাব। মেটে হাঁড়ি—কলস—প্রভৃতি। ঘরের এক কোণে একটা তোলা উনুনে অশোকের ভাত রান্না হইতেছিল। মালা নামে কৈলাশ সরদারের একটা দশ বছরের মেয়ে উনুনে কাঠ জোগাইতে ছিল। কৈলাশ ঘরে প্রবেশ করিয়া ক্রুদ্ধভাবে মেয়েটির দিকে চাহিল।

কৈলাশ। হেই! তোকে যে আমি পাঁচশো বার নিষেধ করিছি—অশোকবাবুর ভাতের হাঁড়ি ছুঁস্‌নে···

মালা। কই, আমি তো ভাতের হাঁড়ি ছুঁই নাই বাবা! উনুনে কাঠ দিচ্ছি।

কৈলাশ। যা' যা' এখন এখান থেকে যা।

অশোক। কেন ওকে তাড়িয়ে দিচ্ছ—সরদার?

কৈলাশ। আপনি হ'চ্ছো লেখাপড়া-জানা ভদ্দরলোক—আর, আমরা চাষা!

অশোক। ভুলে যাও কেন সরদার—আমিও চাষার ছেলে। আমার বাবার হালখামার ছিল। নিজের হাতেই জমি চাষ করতেন তিনি। আমাদের নাঙ্‌লা গরু ছিল তিন জোড়া। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'এম-এ,

পি-এইচডি' হ'য়ে বেরিয়ে এসেছি বটে—কিন্তু আমার বুকে এখনো সেই চাষার রক্ত আছে।

কৈলাশ। আমরা যে ছোট জাত! সে কথাটা তো অস্বীকার করতে পারিনে?

অশোক। শোনো সরদার! এই পরাধীন দেশে একটিমাত্র জাতি আছে—তার নাম গোলামের জাতি। যে জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নেই, তার আবার জাতি-বিচার কি? মালা! ওই কলস থেকে আমাকে এক গ্লাস খাবার জল দাও তো—লক্ষ্মী!

মালা। বাবা! দেব?

কৈলাশ। দে, বাবু যখন শুন্‌বেই না—তখন আর কি করবি? দে। কিন্তু শুধু জল দিস্‌নে—তোর মার কাছ থেকে একটু গুড় চেয়ে নিয়ায়।

মালার প্রস্থান

অশোক। কাল কত লোক কাজে আস্‌বে সরদার?

কৈলাশ। প্রায় দশ হাজার।

অশোক। তাহলে, কালই বোধ হয় আমরা খালটাকে সম্পূর্ণ কেটে ফেল্‌তে পারবো—

কৈলাশ। নিশ্চয়ই—

অশোক। কিন্তু জমিদার নিশ্চয়ই গুলি চালাবে। প্রথম গুলির আঘাতটা বোধ হয় আমার বুকেই লাগ্‌বে। আজই তোমাকে গোটা কতো কথা বলে রাখি…

কৈলাশ। বাজে কথা ব'লো না অশোকবাবু! গুলি যদি চালায়—

তা'হলে তোমাকে রাখ্‌বো সকলের পেছনে। আমাদের বুক নেই? আমরা মরতে জানিনে—?

অশোক। সেই কথাই বল্‌ছি সরদার—ওই অস্বাস্থ্যকর জলাভূমিটার জন্যে —প্রতি বৎসর তোমাদের এই অঞ্চলের বহুলোক মরছে ম্যালেরিয়ায়— জমিগুলো অনাবাদী পড়ে আছে—অথচ জমিদার খাজনা আদায় করছে। এ অত্যাচার তোমরা কিছুতেই সহ্য ক'রো না। বন্দুকের গুলিতে আজ হয়তো দুটো বা দশটা লোক মরবে—কিন্তু হাজার হাজার লোক বাঁচ্‌বে, তোমাদের এই সঙ্কল্পের দৃঢ়তা থাক্‌লে···

কৈলাশ। সব ঠিক আছে অশোকবাবু! তুমি শুধু আমাদের পথ দেখিয়ে দিও—আমরা কোন্ পথে হাঁট্‌বো···

অশোক। শোনো সরদার, তোমাদের এই অঞ্চলেই আমার বাড়ি ছিল— আমার মা, আমার বাবা, আমার ভাই, সবাই মরে গেছে— ম্যালেরিয়ায়। বেঁচে আছি শুধু আমি। কেন জানো? ছোট বেলায় আমি বড় দুর্দ্দান্ত ছিলাম—কারো কোনো অন্যায় সহ্য করতে পারতাম না। বাবা আমাকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন বাড়ি থেকে···

কৈলাশ। ভালই করিছেলেন—তা' না হলে তো তুমিও মরতে?

অশোক। হ্যাঁ,···কিন্তু আমার এ বেঁচে থাকার তো কোনো মানে হয়না সরদার—আজ যে আমার নিজের বল্‌তে আর কেউ নেই···

কৈলাশ। কেন বাবু, আমরা তো আছি—আমাদের কি তুমি পর মনে ভাবো?

অশোক। না।

মালা অশোকের হাতে এক ডিস্ গুড় ও এক ঘটি জল দিল

কৈলাশ। আমি এখন আসি অশোকবাবু! গরুগুলো মাঠে রয়েছে। মালা, তুই কিন্তু এখানেই থাকিস্, দেখিস্ বাবুর যেন কোনো কষ্ট না হয়।

অশোক। কাছে এসো মালা,—সেই গানটা গাও তো, আবার শুনি—

মালা গাহিল—

গান

কথা বল্‌বো না—
ও কথা বল্‌বো না রে!
ফিরিয়ে নে তোর রূপোর বাজু
পরবো না রে। কথা……
কুঁচবরণ কন্যে আমি, মেঘবরণ চুল!
আমার হাতে লোহার খাড়ু—কানে রূপোর ফুল!
জুট্‌লো না মোর কপালে আজ
একরতি সোনা, কথা……
কথা বল্‌বো নারে!
ঘেঁটু ফুলের খোঁপা আমার
হিজল্ ফুলের মালা!
চাষার ছেলে বুঝ্‌লি না তুই—
আমার বুকের জ্বালা।
আমি, পরবো ডুরে ঢাকাই শাড়ী—
মিহি সুতোর বোনা।

গানান্তে মনীষা ও কনকের প্রবেশ

মনীষা। অশোকদা, তুমি এখানে থাকো? ওই বুঝি তোমার রান্না হচ্ছে?

অশোক। হ্যাঁ।

মনীষা। কে রাঁধ্‌ছে?

অশোক। কে আর রাঁধবে মনীষা? ডাল-চালের সঙ্গে ছুটো শাকপাতা চড়িয়ে দিয়েছি—আগুন আছে, জল আছে, রাঁধুনীর তদ্বির না থাক্‌লেও—সিদ্ধ হয়ে থাক্‌বে নিশ্চয়ই।

মনীষা। তোমার কোলের কাছে ও মেয়েটি কে?

অশোক। আমি যাঁর অতিথি হ'য়ে এখানে আছি—তাঁরই মেয়ে! তুমি কি শোনো নি? এই মেয়েটির প্রেমে পড়েই আমি চাষী-পল্লী ছেড়ে আর কোথাও যেতে পারছি নে?

মনীষা সগর্ব্বে কনকের মুখের দিকে চাহিল

কনক। কৈলাশ সরদারের আর কোনো মেয়ে নেই?

অশোক। মালা! বাবু কি জিজ্ঞেস্ করছেন—উত্তর দাও?

মালা। কি?

অশোক। তোমরা ক'ভাই বোন্?

মালা। পাঁচ ভাই, এক বোন্—

মনীষা পায়ের জুতা খুলিয়া ভাতের হাঁড়ির সরাটা তুলিল

মনীষা। বাঃ—জল শুকিয়ে ভাত পুড়ে গেছে যে—

অশোক। জল একটু কম করেই দিইছি। পোড়া ভাতের গন্ধটা আমার খুব ভাল লাগে।

মনীষা। তা'তো বটেই, ভাত না-পুড়লে বোধ হয় তোমার খাওয়াই হয় না? যাক্ সে কথা। কলকাতা ছেড়ে এভাবে এখানে এসে পড়ে আছ কেন বলো তো?

অশোক। উপস্থিত তোমরাই বা এখানে কেন এসেছ মনীষা? জমিদার কনকবাবুকে বস্‌তে দেবার মত কোনো আসন তো নেই এখানে?

কনক। কোনো ভদ্দরলোক, এ রকম Nasty quarter-এ এসে বস্‌বার আসন চায় না।

অশোক। ও, আপনি বোধ হয় এ চাষাদের পাড়ায় আর কখনো আসেন নি কনকবাবু?

কনক। আজ্ঞে না।

অশোক। হঠাৎ আজ কি মনে করে?

কনক। মনীষার অনুরোধে। মনীষা এসেছে আপনাকে নেমন্তন্ন করতে···

কৈলাশ প্রবেশ করিয়াই—বিস্মিত ও বিরক্তভাবে—কথাগুলি শুনিল

অশোক। (বিস্মিত ভাবে) নেমন্তন্ন?

মনীষা। হ্যাঁ অশোকদা, জমিদার-বাড়িতে আজ তোমার নেমন্তন্ন। ও পোড়া ভাতগুলো না হয় কুকুর-শেয়ালেই খাবে—এখন চলো আমাদের সঙ্গে···

অশোক। জমিদার বাড়িতে?

মনীষা। হ্যাঁ। জমিদার মাধব রায় সেদিন জান্‌তেন না যে তুমি আমাদের কত আপন। সেদিনকার সে অপমানটা তুমি ভুলে যাও—আজ তিনি তোমাকে খুব আদর-যত্ন করবেন।

কৈলাশ। (গর্জ্জন করিয়া উঠিল) না, না, না। তা' হতেই পারে না। জমিদার মাধব রায়কে আমি চিনি—

কনক। (বিস্মিতভাবে) তার মানে ?

কৈলাশ। আমার মাথার চুল পেকে গেছে খোকাবাবু! তোমাদের এ নেমন্তন্নের মানে আমি বুঝি···

কনক। কি বুঝ্‌লে সরদার ?

কৈলাশ। সে সব কথায় আর দরকার কি? এখন বাড়ি যাও—অশোকবাবু যাবে না।

অশোক। (হাসিয়া) জমিদারের এ সাদর আহ্বান কি প্রত্যাখ্যান করা উচিত ?

কৈলাশ। তারা যে তোমাকে বিষ খাইয়ে মার'বে না—তা' তুমি কি করে জান্‌লে ?

কনক। (উত্তেজিত ভাবে) কৈলাশ সরদার !

কৈলাশ। চোখ রাঙিয়ো না খোকাবাবু! শোনো। আজ পর্য্যন্ত তোমাদের কাছে পাঁচখানা দরখাস্ত করিছি—চরণ-বিলের খালটা কেটে দাও—দাওনি। আমরা মরে যাই ম্যালেরিয়ায়—জমিতে ধান হয় না—তোমরা লাঠির গুঁতোয় খাজনা আদায় করো···

অশোক। ওসব কথা এখন থাক্ সরদার।

কৈলাশ। না অশোকবাবু! আজ একটু বল্‌বো। তুমিই আমাদের মুখ-চোখ ফুটিয়ে দিয়েছ—আজ কি আর আমরা ওঁদের ভয় করি—?

কনক। মনীষা! এখানে দাঁড়িয়ে আর কত অপমান সহ্য করবো, তোমার জন্যে?

মনীষা। চলো কনকদা। অশোকদা, তুমি যাবে না?

অশোক। সরদার! জমিদারের নেমন্তন্ন রক্ষে করতে গিয়ে যদি আমার মৃত্যু হয়, হবে। তা'তে আর ক্ষতি কি? আমার তো কেউ নেই—আমার জন্যে কে কাঁদবে—যদি এই মালা একটু কাঁদে—(মালাকে আদর করিল) কাঁদবি মালা?

কৈলাশ। তোমার জন্যে আজ যত লোক কাঁদবে অশোকবাবু, ওই খোকাবাবুর জন্যে তত লোক কাঁদবে না। নিজের ছেলের জন্যে তো সব মা-বাপই কাঁদে, কিন্তু—এমন ছেলে কোন্ দেশে কটা জন্মে—যার জন্যে সকল দেশের সকল মা-বাপ্ কাঁদে একসঙ্গে? তোমাকে আমি কিছুতেই যেতে দেব না অশোকবাবু!

আড়াল করিল

কনক। মাধব রায়কে তো চেন কৈলাশ? পারবে তুমি—তার ছোবল থেকে ওই অশোক সেনকে রক্ষে করতে?

কৈলাশ। কেন পারবো না খোকাবাবু? পাইক-বরকন্দাজদের ভয় দেখাচ্ছ? তারা ক'জন? একশো, দুশো, তিনশো? কিন্তু, আমরা দশ হাজার! দশ হাজার লাঠি আর দশ হাজার মাথা না ভেঙে, তোমার লোকজন এই তো অশোকবাবুর কাছে পৌছতেই পারবে না?

কনক। তা'হলে বুঝে দেখো মনীষা—অশোকবাবুর উদ্দেশ্য প্রজাদের কল্যাণ-সাধন নয়—রায়গাঁর জমিদারি ধ্বংস করা।

অশোক। আপনি আমাকে ভুল বুঝ্‌বেন না কনকবাবু!

মনীষা। তা' যদি না হয় কনকদা—তা' হলে তুমি একবার চলো। দাদামশাই খুব অসৎ লোক নন্…

কৈলাশ। তুমি কে তা আমি জানি না মা-লক্ষ্মী! যেই হও—মাধব রায়কে তুমি চেন না। জমিদার-বাড়ির ঠাণ্ডা গারদ দেখেছ? কাচারী-কোঠার দেওয়ালে এক সুড়ঙ্গ-পথ আছে। মাটির নীচেয় আছে এক অন্ধকার ঘর। কোনোদিন কোনো প্রজা যদি মাথা তুলে দাঁড়ায়, তাহলে তাকে ধরে নিয়ে ফেলা হয় সেই ঠাণ্ডা গারদে! সেখানে সে না-খেয়ে শুকিয়ে মরে।

মনীষা। একথা কি সত্যি কনকদা?

কনক। জানি না।

অশোক। আপনি অনেক কিছুই জানেন না কনকবাবু! তবু আমি আর একবার যাবো মাধব রায়ের সঙ্গে দেখা করতে—চলুন…

কৈলাশ। অশোকবাবু!……

অশোক। চুপ করো সরদার। আমি সন্ধ্যার আগেই ফিরে আস্‌বো। যদি না আসি, তোমাদের দশ হাজার লাঠি কি আমাকে উদ্ধার করতে পারবে না, কাল সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে? একরাত্রি ঠাণ্ডা গারদে থাক্‌লে—আমার মৃত্যু হবে না নিশ্চয়ই…

মনীষা। না, না, তোমাকে যেতে হবে না, অশোকদা! আমি এখন আসি—

অশোক। কেন মনীষা?

কৈলাশ। (হাসিয়া) এতক্ষণে বুঝ্‌লাম মা-লক্ষ্মী! সত্যিই তুমি অশোকবাবুর আপন-জন!

মনীষা। কিন্তু সরদার, এই ভাবে পোড়া-ভাত খাইয়ে—আর কতদিন তোমরা অশোকদাকে বাঁচিয়ে রাখবে? জমিদারের ঠাণ্ডা গারদের চেয়ে—তোমাদের এই কুঁড়েঘরের অত্যাচার ওঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে তো খুব অনুকূল নয়?

কনক। তুমিও এখানে থাকোনা মনীষা! আমি একাই ফিরে যাই। তোমার সেবা ও যত্নে অশোকবাবুর প্রজাহিতৈষণা আরো বেড়ে যাবে···

মনীষা। তোমার উদ্দেশ্যটা তো আমিও ঠিক বুঝ্‌তে পারছিনে অশোকদা?

অশোক। আমি চাই—জমিদার মাধব রায়ের নিগ্রহ থেকে—মূখ চাষী প্রজাদের উদ্ধার করতে।

কনক। আপনিও যে কাল জমিদার সেজে মাধব রায়ের মতই নিগ্রহ চালাবেন না, তার কোন নিশ্চয়তা আছে?

অশোক। না, তা' নেই। আমার ওই পোড়া ভাত যেদিন পোলাও হ'য়ে উঠ্‌বে—অনাহারীদের সাম্‌নে আমিও যেদিন পঞ্চ ব্যঞ্জন সাজিয়ে আহার করতে বস্‌বো—সেদিন যেন ওরা আমাকেও লাথি মেরে তাড়িয়ে দেয়। আমি চাই ওদের মধ্যে শুধু সেই চেতনাটুকু জাগাতে—

কনক। You are a cheat! a cut-throat dog!

অশোক হাসিল

কৈলাশ। সাবধান খোকাবাবু! মেজাজ দেখিও না। আমরা চাষা!

মনীষা। চলো কনকদা···

মালা। (একরেকাবী গুড় ও এক ঘটি জল লইয়া নিকটে গেল) একটু গুড় আর জল খেয়ে, যাবে না তোমরা ?

মনীষা ফিরিয়া বিস্মিতভাবে মালার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—অশোক হাসিতেছিল

কনক। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসব বিদ্রূপ সহ্য করতে পারবো না মনীষা-- আমি চল্‌লাম···

প্রস্থান

মনীষা। (অশোকের একটু নিকটে গিয়া) এই রিভলবারটা রেখে দাও অশোকদা! তোমার কাজে লাগ্‌বে···

অশোক। রিভলবার ?

মনীষা। হ্যাঁ। সাবধানে থেকো—

প্রণাম করিয়া প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—মাধব রায়ের বসিবার ঘর

কাল—অপরাহ্ন

দৃশ্য—মাধব একটা তাকিয়া ঠেসান দিয়া গড়গড়া টানিতেছিলেন। পার্শ্বে নিবারণ

মাধব। দরজা-জানলাগুলো বন্ধ করে দাও তো নিবারণ···

নিবারণ তাহাই করিল

শোনো। ওই থানার ভেতর তো বহু চুরি ডাকাতি ও খুন জখম হচ্ছে ?

নিবারণ। আজ্ঞে হ্যাঁ, তা' হচ্ছে বৈকি—

মাধব। তার যে-কোনো একটার সঙ্গে ওই অশোক ছোকরাকে জড়াতে হবে।

নিবারণ। আজ্ঞে আপনার আদেশ পেলে, আমি দশহাত জলের তলেও নাব্‌তে রাজী আছি। কিন্তু আজকালকার দারোগাগুলো মেয়েমানুষ! উপরওয়ালাদের কৈফিয়ৎ তলবের ভয়ে—মিথ্যে তো দূরের কথা সত্যি চোর-ডাকাতগুলোকেও ছেড়ে দিচ্ছে!

মাধব। দারোগা মাইনে পায় কত?

নিবারণ। বোধ হয় সত্তর-পঁচাত্তর টাকা—

মাধব। আমি যদি তাকে নগদ দশ বছরের মাইনে দিয়ে দি? তারপর কার্য্যোদ্ধার হলে আরো কিছু পুরস্কার! রাজী আছে কিনা জেনে এসো···

নিবারণ। যে আজ্ঞে···

মাধব। দরজা জান্‌লাগুলো খুলে দিয়ে যাও—আর লালুকে বলে যাও—কল্‌কেটা পাল্‌টে দিতে।

নিবারণের প্রস্থান

কনকের প্রবেশ

কনক। দাদামশাই একটা কথা বল্‌বো?

মাধব। কি?

কনক। জ্যাঠামশাই বল্‌লেন—মনীষার সঙ্গে বিয়ে দিতে পারলেই অশোকের মতিগতি ভাল হয়ে যাবে।

মাধব। না, না, না, তা হতে পারে না। শোনো কনক! চরণ-বিলের খালে আজ দশ হাজার কোদাল পড়েছে—তার প্রত্যেক আঘাতটি এসে লাগ্‌ছে আমার বুকে! এ অপমানের প্রতীকার আমাকে করতেই হবে!

লালু তামাক দিয়া গেল

হেই লালু! মহীতোষকে ডেকে আন্‌তো?

লালুর প্রস্থান

যদু আর মহীতোষকে আমি কখনো পৃথক দেখিনি। সেই মহীতোষের মেয়ে মনীষার বিয়ে হবে—ওই গোঁয়ার-গোবিন্দের সঙ্গে? তুমি কি বল্‌ছ কনক?

কনক। আমি বল্‌ছি না ঠাকুরদা……

মনীষা মাধবের পিছনে দাঁড়াইয়াছিল—সে কনককে কিল দেখাইল ও জিব কাটিল—উদ্দেশ্য সে যেন তার নামটা না বলে—

মাধব। তবে কে বল্‌ছে? তোমরা কি বুঝ্‌তে পারছ না কনক, কি ভয়ানক ছেলে ওই অশোক! আমি মাধব রায়, আমার চোখের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে ওভাবে হেসে হেসে কথা বল্‌তে পারে, এমন একটা দুঃসাহসী লোক তো আজ পর্য্যন্ত দেখিনি আমি—

মনীষা সুমুখে আসিল

মনীষা। কেন ঠাকুরদা, আমিও তো পারি?

মাধব। হ্যাঁ, তুমি পার, নাতবৌ পারে, কনক পারে, আর পারতো যদুর গর্ভধারিণী! কিন্তু মনীষাবিবি! আমি মাধব রায়—আমার

একটা হুহুঙ্কার শুনলে যে সব চাষারা থরথর ক'রে কাঁপ্‌তো তারাই এসেছিল—কোদাল ঘাড়ে নিয়ে আমার বাড়ী পর্য্যন্ত! তারাই আজ চরণ-বিলের খাল কাট্‌ছে—আর জয়ধ্বনী দিচ্ছে অশোকের! আমি কি এখনো বেঁচে আছি, না মরে গেছি ?

মহীতোষের প্রবেশ

তুমি তো আজ সন্ধ্যের ট্রেণেই কলকাতা যাচ্ছ মহীতোষ ?

মহীতোষ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

মাধব। মনীষাকে এখানে রেখে যাও···

মহীতোষ। মনীষাও থাক্‌তে চাইছে···

মাধব। হ্যাঁ, রেখে যাও। আমি বেঁচে থাক্‌তে আমার নাতনীর বিয়ের দুর্ভাবনা আমার—তোমার নয়। মনীষাকে আমি একটি খুব ভাল ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেব। আর, তেমন ভাল ছেলে যদি না-জোটে আমি নিজেও তো খুব মন্দ ছেলে নই—কি বলো বিবিসাহেব ?

মহীতোষ। আপনি একটা কথা বিবেচনা করুন······

মাধব। কি ?

মহীতোষ। এই অশোককে মনীষা অত্যন্ত ভালবাসে।

মনীষার প্রস্থান

মাধব। দেখো মহীতোষ, তুমি দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক। এ সম্বন্ধে তোমাকে বেশী-কিছু বল্‌তে যাওয়া—আমার মত একটা মূর্খ লোকের পক্ষে সঙ্গত হবে না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—এই সব তরুণ-তরুণীদের ভালবাসা আর মন্দবাসার কি কোনো মানে হয় ? একটা ছোট্টো মেয়ে

হয়তো কেউটে সাপের মাথাটা ধরে মুখে পুরতে চাইবে। তা' বলে কি সেই সাপটা ধরে এনে দেবে তার হাতে তুলে ?

মহীতোষ। অশোককে আপনি কেউটে সাপ মনে করেন ?

হাসিলেন

মাধব। নিশ্চয়ই ; আমি তোমাকে ভবিষ্যৎবাণী করছি। ওই বকাটে ছোক্‌রার জীবনটা শেষ হবে—দ্বীপান্তরে বা ফাঁসি কাঠে ! তুমি কি মেয়েটাকে বিধবা সাজাতে চাও ? মোটের উপর, মনীষার বিয়ের দুর্ভাবনা—তোমার নয়, আমার। তোমার জিনিষ-পত্তর গুছিয়ে ফেল—আমি একটু ঘুরে আসি—

প্রস্থান

মহীতোষ। তাইতো, কনক ! সমস্যা যে বড় জটিল হয়ে উঠ্‌লো···

কনক। আপনি মনীষাকে এখানে রেখে যান্। আমি চেষ্টা করবো—যাতে সে অশোককে ভুল্‌তে পারে। অশোকের মত একটা উচ্ছৃঙ্খল ছেলের দিক থেকে তার মনটাকে ফিরিয়ে আন্‌তেই হবে।

মহীতোষ। দেখো কনক ! তোমাদের সঙ্গে স্বার্থ-বিরোধ ঘটেছে বলেই —অশোককে তোমরা উচ্ছৃঙ্খল ভাব্‌ছ—কিন্তু সত্যিই কি তাই ? এই সব ঘটনার ভেতর দিয়ে মনীষার নিরপেক্ষ মনটা তো অশোকের দিকে আরো ছুটে যাচ্ছে

নিবারণের প্রবেশ

আপনি কি বলেন নিবারণবাবু ?

নিবারণ। কি সম্বন্ধে ?

মহীতোষ। মনীষাকে কি আমি এখানে রেখে যাবো ?

মনীষার প্রবেশ

নিবারণ। কখখনো না।

মনীষা। আমি এখানেই কিছুদিন থাকবো বাবা! কলকাতায় গিয়েই তুমি আমাকে সেই বইগুলো পাঠিয়ে দিও;

নিবারণ। মা-লক্ষ্মী! তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না যে অশোকের উপর কি ভীষণ অত্যাচার ও উৎপীড়ন হবে…

মনীষা। হোক্ না। তা'তে আমার কি? দাদা মশাই ও অশোকদার মধ্যে কে বেশী শক্তিমান তাইতো দেখবো…

মানদার প্রবেশ

মানদা। খাবার দেওয়া হয়েছে। কনক! মহীতোষবাবুকে সঙ্গে নিয়ে আয়।

মহীতোষ। দেখুন, আপনার সঙ্গে আমার একটা ঝগড়া আছে। কেন আপনি—স্ত্রী-শিক্ষার এত বিরোধী? কনক বল্‌ছিল—আপনার পুত্রবধূ নাকি বই হাতে তুল্‌তে পারেন না, শুধু আপনার শাসনের ভয়ে।

মানদা। খাবার দেওয়া হয়েছে…

মহীতোষ। তা' হোক্। যদু ছিল আমার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু। আমার এই মেয়েটিকে আপনি ঘরে আন্‌লেন না—যেহেতু সে কলেজে পড়ছিলো। তাতে যে আমি কত দুঃখ পেয়েছি তা কি আপনি বোঝেন না?

মনীষার প্রস্থান

মানদা। খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে—

মহীতোষ। বিশ্বপ্রসবিণী জননীর জাতি আপনারা! সন্তানের কল্যাণ বা অকল্যাণ যতটা আপনাদের উপর নির্ভর করে—ততটা করেনা আমাদের উপর। সে হিসাবে, আমার মনে হয়, শিক্ষার আবশ্যকতা আমাদের চেয়েও আপনাদের ঢের বেশী! জাতির মস্তিষ্ক জাতির মেরু দণ্ড, জাতির মাংসপেশীর সবই তো গঠন করেন আপনারা—আপনারাই তো……

কনক। আপনি কাকে এ বক্তৃতা শোনাচ্ছেন জ্যেঠামশাই—

হাসিতে হাসিতে নিবারণের প্রস্থান

মহীতোষ। কেন, তোমার মাকে?

কনক। তিনি তো বহুক্ষণ চলে গেছেন—

মহীতোষ। তাই নাকি? কী ভয়ানক কথা! তা'হলে চলো, দুটো খেয়েই আসি—

উভয়ের প্রস্থান

মানদা ও সুন্দরীর প্রবেশ

মানদা। জ্বালাতন! স্ত্রী-শিক্ষা না ওঁর শ্রাদ্ধ আর পিণ্ডি!

সুন্দরী। আচ্ছা মা, ওই চশমা আঁটা বি, এ, পাশ মেয়েটি নাকি কিছুদিন থাক্‌বেন এখানে?

মানদা। তাই তো শুন্‌ছি—

সুন্দরী। ও বিষ এখানে কিছুতেই রেখনা মা! বিদেয় ক'রে দাও—নইলে সর্ব্বনাশ হবে।

মানদা। ইচ্ছে হচ্ছিল—হতচ্ছাড়া মিন্‌সেকে দুটো শক্ত কথা শুনিয়ে দি। স্ত্রীশিক্ষা! আহাহা কি শিক্ষাই দিয়েছেন নিজের মেয়েটিকে—গা যেন জ্বলে যায়। ধিঙ্গি মেয়ে ঘুরে-ফিরে বেড়ায় যেন পাঁচ বছরের

বাহিরে মাধব কাশিলেন

সুন্দরী। ওমা, বুড়ো কর্ত্তা···

উভয়ের প্রস্থান

মাধবের প্রবেশ

মাধব। ওরে লালু! তামাক দে···

মনীষার প্রবেশ

কে? বিবিসাহেব? আসুন, আসুন—বসুন—একটা কবিতা বলি শুনুন—

নাতিনীর প্রেমে ডগমগ বুড়ো—
পাকা চুল তবু বাঁধিয়াছে চুড়ো!
বাঁধা-দাঁত আর ধুতি কালো-পেড়ে
দেখিয়া নাতিনী কহে নৎ নেড়ে—
ওরে বুড়ো তোর সখ্ দেখে মরি
ওই শোন্ বাজে ব্রজের বাঁশরী!

হা হা হা হা—

মনীষা। সত্যি দাদামশাই, আমি আপনাকে খুব ভালবাসি···

মাধব। চুপ্—কথাটা অতো জোরে ব'লোনা, নাতবৌ শুন্‌তে পাবে। তারও তো নজর আছে আমার উপর ?

দুই গিন্নি ঝগড়া ক'রে
ভাঙ্‌বে আমার ভাণ্ড-বাসন্
চোখের জলে বল্‌তে হবে—
চল্ যাই মন শ্রীবৃন্দাবন।

মনীষা। আচ্ছা, আপনার সে উইল কি হয়ে গেছে ?

মাধব। কোন্ উইল ?

মনীষা। যে উইলে আপনার সমস্ত জমিদারীর মালিক করবেন বৌদিকে ?

মাধব। জমিদারীটে আগে রক্ষে হবে তবে তো ?

মনীষা। কেন, কি হয়েছে ?

মাধব। একটা ধূমকেতুর আবির্ভাব !

মনীষা। ও, অশোকদার কথা বল্‌ছেন ? কেন, তিনি আপনার কি করতে পারেন ? আপনার চোদ্দপুরুষে জমিদারী—কত লোক বল, অর্থ বল, আপনার ! আপনি কেন ভয় করবেন সেই অশোকদার মত একটা পথের লোককে ?

মাধব। ভয় আমি কাউকে করিনা বিবিসাহেব ! সে শিক্ষা আমার নেই। তবে বড্ডই বুড়ো হয়ে পড়েছি কিনা, তাই একটু শক্তি ও সামর্থ্যের অভাব ঘটেছে।

মনীষা। আচ্ছা, অশোকদা আপনার কি ক্ষতিটা কর্‌ছে বলুন তো ?

মাধব। চাষাদের চোখ ফুটিয়ে দিচ্ছে। হাতীর ঘাড়ে মাহুত বসে থাকে, তার কারণ হাতীর চোখ দুটো অত্যন্ত ছোটো—সে দেখতেই পায়না যে সে একটা—কতবড় জানোয়ার! বুঝেছ?

একটা দারোয়ানের কাঁধে সুটকেশ চাপাইয়া মহীতোষের প্রবেশ

মহীতোষ। (মাধবকে প্রণাম করিয়া) আমি তাহলে এখন আসি—

মনীষা তাহাকে প্রণাম করিল

খুব সাবধানে থেকো মনীষা!

মাধব। দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা, সিদ্ধিদাতা গণেশ!

মহীতোষ ও তাহার পেছনে মনীষার প্রস্থান

নিবারণের প্রবেশ

খবর কি নিবারণ? দারোগা রাজী আছে?

নিবারণ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

মাধব। দেখো, আমার সঙ্গে কিন্তু দারোগার কোনো কথাই হবেনা সে সম্বন্ধে।

নিবারণ। আজ্ঞে না, কোনো প্রয়োজন নেই।

মাধব। খাল কাটা কি হয়ে গেছে?

নিবারণ। আজ্ঞে হ্যাঁ, হু হু-শব্দে—বিলের সমস্ত জল বেরিয়ে যাচ্ছে!

মাধব। জেলেরা এবার তাহলে আর বিল বন্দোবস্ত করবেনা?

কনকের প্রবেশ

নিবারণ। আজ্ঞে, কি করে করবে—বিলে তো এখন আর মাছ থাক্‌বে না!

মাধব। হুঁ। আচ্ছা—যাও।

নিবারণের প্রস্থান

কনক। ঠাকুর্দা! আমার যেন মনে হচ্ছে—অশোক সম্বন্ধে আপনি বড় বেশী চিন্তিত হ'য়ে পড়েছেন।

মাধব। হ্যাঁ।

কনক। চাষাদের ক্ষেপিয়ে, শুধু সেই বিলের জল-নিকাশ করা ছাড়া—সে আর কি ক্ষতি করতে পারে আমাদের?

মাধব। কি না-পারে তাই বলো?

কনক। আমার যেন মনে হয়…

মাধব। তোমার কি মনে হয় সে কথাটা আমাকে শোনাবার আগে—আমার কি মনে হয় তাই শোনো। অশোক তোমার এই জমিদার বাড়ির অট্টালিকাটিকে তাসের বাড়ির মত ভেঙে দিতে পারে। আমি মাধব রায়—আমাকে সে তার বুকটা দেখিয়ে বলে গুলি করতে? চরণ-বিলের জল নিকাশ করে—প্রজারা আমাকে কি বুঝিয়ে দিয়েছে জানো?

কনক। কি?

মাধব। এই জমিদারীর মালিক মাধব রায় নয়, অশোক সেন!

অশোকের প্রবেশ

কে ? কে ?

বিস্মিতভাবে চাহিয়া রহিলেন

অশোক। আমি অশোক সেন—

কনকও চমকিত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল

মাধব। অশোক সেন ? তুমি ? তুমি—এখানে কেন ? কে তোমাকে এখানে আস্‌তে বলেছে ? কি প্রয়োজন তোমার এখানে ? কেন, কেন এসেছ তুমি ?

অশোক। আমি যে উদ্দেশ্য নিয়ে আপনার জমিদারীর এলাকায় এসেছিলাম, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে—এখন এখান থেকে চলে যাচ্ছি ··

মাধব। তাই নাকি ? কোথায় যাচ্ছ ?

অশোক। কল্‌কাতায়।

মাধব। বেশ, যাও। তোমার আগমন বা প্রত্যাবর্ত্তন কোনোটাই তো আমি প্রার্থনা করিনি ? তবে আর সে কথা আমাকে বল্‌তে এসেছ কেন ?

অশোক। আপনার কাছে—আমি একটা প্রতিশ্রুতি চাই···

মাধব। প্রতিশ্রুতি !

অশোক। হ্যাঁ, প্রতিশ্রুতি। চরণ-বিলের জল-নিকাশের কাজে, আপনার যে সকল প্রজারা আমার সঙ্গে যোগদান করেছিল, তাদের উপর আর কোনো অত্যাচার করবেন না আপনি।

মাধব। তুমি বেরিয়ে যাও এখান থেকে--বেরিয়ে যাও। প্রতিশ্রুতি! উনিই যেন এই জমিদারীর মালিক—আর আমি ওঁর গোমস্তা— কনক! দারোয়ানরা কেউ নেই এখানে?

কনক। হ্যাঁ আছে, শুধু আপনার আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে···

মাধব। আচ্ছা, দরকার নেই। শোনো অশোক! তুমি খুব বাহাদুর ছেলে। তোমার বুকের বল আর বুদ্ধির কৌশলকে আমি খুব তারিফ করছি। তোমার মত প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে বিবাদ করেও আনন্দ আছে। তুমি এখন, এখান থেকে যাও—আমি তোমাকে কোনো প্রতিশ্রুতি— দেবনা।

অশোক। তা'হলে আপনি আমাকে বাধ্য করবেন—এখানে আরো কিছুদিন থাকতে?

মাধব। প্রতিশ্রুতি না-দেওয়ার অর্থ যদি তাই হয়—উপায় কি?

অশোক। আচ্ছা, আসি তা'হলে—নমস্কার···

একটা রেকাবীতে দুটো সন্দেশ ও একগ্লাস জল লইয়া মনীষার প্রবেশ

মনীষা। অশোক দা! সেদিন যখন তোমার ওখান থেকে আমি আর কনকদা ফিরে আসি—মালা তখন আমাদের মিষ্টি-মুখ না-করিয়ে ছাড়েনি—আমিই বা কেন ছাড়বো?

অশোক। মালা দিয়েছিল গুড়—আর তুমি দিচ্ছ সন্দেশ! সন্দেশ আমি খাইনা···

প্রস্থান

মনীষা দুঃখিতভাবে ফিরিয়া যাইতেছিল

মাধব। দাঁড়াও বিবিসাহেব। সন্দেশ আমি খাই—আমাকেই দাও···

মাধব একটি সন্দেশ মুখে ছোঁয়াইয়া—এক গ্লাস জল খাইলেন

শোনো মনীষা! সন্দেশ ও খায় না—খাওয়ায়। যে সন্দেশ আজ আমাকে খাইয়ে গেল—তেমন মিষ্টি-সন্দেশ এ মাধবরায় জীবনে কখনো খায়নি।

প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—রাণীর কক্ষ

কাল—অপরাহ্ন

দৃশ্য—মনীষা হাতে মাফলার বুনিতেছিল—ও গাহিতেছিল—রাণী চুপ করিয়া বসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল।

গান

বিদায় বন্ধু! মনে রেখো—
আকুল প্রাণে, মনবিতানে, গানে গানে—
আমারে ডেকো।
চাঁদিনী রাতে জ্যোছনা আলো,
যখনি তোমার লাগ্‌বে ভালো—
কালো কোকিলা ডাকলে কুহু!
সে রাঙা চোখে আমারে দেখো।
শারদে সুপ্রভাতে, আমারি আঙিনাতে—
শেফালি ঝরবে যবে—
তুমি তার তলায় থেকো।
নদীর ওপারে দীপালি রাতি
এ পারে আমার নিভেছে বাতি—
নয়ন-জলে, জীবন সাথী!
আমার এ ব্যথার কবিতা লেখো।

মনীষা। কেমন শুনলে বৌদি?

রাণী। সত্যি, এ গান তুমি লিখেছ?

মনীষা। হ্যাঁ। তোমাদের এখানে আসবার পর আমার মনে এত কবিতা জাগ্‌ছে যে লিখেই শেষ করতে পারছিনে—

রাণী। আমাকে কবিতা লিখ্‌তে শিখিয়ে দেবে?

মনীষা। নিশ্চয়ই দেবো। উপস্থিত এখন তুমি একটি গান গাও, এইবার তোমার পালা!

রাণী। না ভাই, আমাকে মাপ করো—আমার শাশুড়ী রাগ করবেন।

মনীষা। কাল যখন ঠাকুর-বাড়িতে আমি কেত্তন গাই—তখন তো তিনি রাগ ক'রে উঠে আসেননি?

রাণী। তুমি মেয়ে আর আমি বৌ!

মনীষা। বারে, মেয়েরাই তো বৌ হয়। কনকদার সঙ্গে আমারো বিয়ের কথা হয়েছিল বৌদি! বৌ হলে, আমিও হতে পারতাম।

রাণী। তা' জানি। তোমার সঙ্গে বিয়ে হ'লে তোমার দাদা আজ কত সুখী হতেন···

মনীষা। ছিঃ, ও কথা বলোনা। তোমাকে যে বিয়ে করেছে—সে শুধু সুখী নয়—ভাগ্যবানও বটে।

রাণী। কি যে বলো, আমি একটা অশিক্ষিত চাষার মেয়ে—আমাকে তিনি সহ্য করবেন কি করে?

কনকের প্রবেশ

কনক। কি কথা হচ্ছে?

রাণী একটু ঘোম্‌টা টানিয়া একধারে সরিয়া দাঁড়াইল

মনীষা। আবার তুমি কেন এলে এখানে? যাও, যাও, আমি বৌদির একটা গান শুন্‌বো…

কনক। তোমার বৌদি তো গান গাইতে জানেনা?

মনীষা। না, জানেনা। বৌটি তোমার কিছুই জানেনা, ন্যাকা মেয়ে! কি যে ভাবো, আর কি যে বলো! শুধু তোমাদের শাসনের ভয়ে—ওঁর প্রাণের সব রস—শুকিয়ে যাচ্ছে। উঃ, কী ভয়ানক লোক তোমরা!

রাণীর হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া একটা অর্গানের কাছে বসাইল

কনক। জানোই যদি, গাওনা রাণী?

মনীষা। যদি নয়। আমার চেয়ে ভালো গাইতে জানেন। কাল যে আমি "গোকুলচন্দ্র ব্রজে না এলো" গেয়েছিলাম—তার কোথায় কোন্ ভুল হয়েছিল, তা' পর্য্যন্ত ধরে ফেলেছেন।

কনক। (হাসিয়া) তাই নাকি?

মনীষা। আজ্ঞে হ্যাঁ।

কনক। বেশ, তা'হলে Let Columbus discover America!

মনীষা। বকামো করোনা! হয় ভদ্দর লোকের মত চুপটি ক'রে বসো, আর না হয়—বেরিয়ে যাও। গাও বৌদি…

রাণী নিস্পন্দভাবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল

আঃ হেসোনা কনকদা! গাও বৌদি! লক্ষ্মীটি আমার, একটা গান গাও—

কনক। গাহিল

ফুট্‌বে না ওই হাস্‌নু হানা—
ভর-দুপুরের অত্যাচারে !
গন্ধ যে তার লুট্‌বে ভ্রমর—
সাঁঝের গোপন অন্ধকারে।

মনীষা। আঃ থামো। গাও বৌদি—আমার সঙ্গে গাও—

দেব-দেউলের পুজারিণীকে !
ডেকোনা পথিক, পথের দিকে।
দোলে দেবতার—গলে ফুলহার—
বুক ভাসে তার অশ্রুধারে।

হাতে মালা জপিতে জপিতে গম্ভীরভাবে—মানদার প্রবেশ

মানদা। বৌমা ! উঠে এসো—ও ঘরে চলো—

কনক। ওকে তুমি কোথায় নিয়ে যাচ্ছ মা ?

মানদা। এটা রায়বাড়ি ! তোমার সাম্‌নে ব'সে তোমার বৌ গান গাইবে—সেটি সম্ভব হবেনা বাছা ! মেয়েদের বেহায়াপণার একটা সীমা থাকা উচিত···

রাণীকে লইয়া প্রস্থান

মনীষা। ব্যাপার কি কনকদা ?

কনক। রায়-বাড়িতে এখনো Ninteenth Century চল্‌ছে। মেডিক্যাল কলেজে মধুস্দন নামে একটি বাঙালীর ছেলে deadbody

disect করেছিল, তার সম্মানের জন্যে তোপ দাগা হয়েছিল। আর তুমি এত সহজেই রাণীর একটা গান শুন্‌বে?

মনীষা। কী আশ্চর্য্য!

কনক। আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই! আমার ঠাকুরদার মা তাঁর স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় পুড়ে মরেছিলেন। রাণী হয়তো সে বাহাদুরীটা দেখাতে পারবে—কিন্তু আমাকে একটা গান গেয়ে শোনাতে পারবেনা।

মনীষা। আচ্ছা, গান গাওয়াটা বেহায়াপণা হ'লো কিসে?

কনক। কেন বাজে বকছ মনীষা? তুমি একটা গান গাও, আমি শুনি···

মনীষা। আমি আর কখ্‌খনো তোমাদের এ বাড়িতে গান গাইবনা।

কনক। তা'হলে আমিই গাই, তুমি শোনো···

মনীষা। না, আমার ভাল লাগছেনা।

মাধবের প্রবেশ

মাধব। আজ ঠাকুর-বাড়িতে কোন্ পালা গাওনা হবে বিবিসাহেব? সখী-সংবাদ, না সুবল-মিলন?

মনীষা। দাদামশায়ের 'শিখা-সংহার'!

মাধব। বেশ, বেশ, তাই হবে। কাল তোমার গানের যেরূপ সুখ্যাতি হয়েছে—তা'তে করে, আজও একটু মুজ্‌রো করতে হবে।

মনীষা। রক্ষে করুন—এই নাক মল্‌ছি—কান্ মল্‌ছি। আপনার অনুরোধে আমি আর কখ্‌খনো কোথায়ও গান গাইব না।

মাধব। কেন সুগায়িকে !
অধমে নিদয়া কেন ?
কিসে অপরাধী ?
পক্ককেশ ? কি করিব ?
বিধি প্রতিবাদী !
অন্তরে যৌবন যার
বাহিরেতে জরা,
প্রেমিকার অকর্ত্তব্য—
তারে ঘৃণা করা···

বুঝলে···বিবিসাহেব ! প্রেমিকার অকর্ত্তব্য তারে ঘৃণা করা।

মনীষা। তা'তো বটেই। আচ্ছা দাদামশাই ! নাতবৌ গান গাইলে যার জাত যায়—তার নাত্‌নী গাইলে যায় না বুঝি ?

মাধব। নাতবৌ তো গান গাইতে জানে না ?

মনীষা। না, জানে না। চমৎকার কেত্তন গাইতে জানে।

মাধব। তাই নাকি ?

মনীষা। আজ্ঞে হ্যাঁ, শুনুন আমি বলে রাখছি—বৌদি যদি আজ অন্তত একটা কেত্তন গায় তবেই আমি গাইব—নতুবা কারো অনুরোধ শুন্‌বো না।

কনক। হ্যাঁ, হ্যাঁ, রাণী গান গাইবে—আর তার সঙ্গে হবে—আমাদের এই দাদামহাশয়ের Oriental dance ! চলো মনীষা—আমরা একটু বেড়িয়ে আসি।

মাধব। কোথায় ?

কনক। খোলা মাঠে—যেখানে অফুরন্ত আলো-বাতাসের ঢেউ ব'য়ে যাচ্ছে—পাখী উড়্ছে—গরু চরছে—রাখাল বালকেরা বাঁশী বাজাচ্ছে! যেখানে মাতাঠাকুরাণীর কড়া শাসন নেই—সুন্দরী ঝির কুৎসিত হাসি নেই—আর বৌ-রাণীর প্যান্‌প্যানানি নেই···

মাধব। হুঁ! আচ্ছা এসো—

কনক ও মনীষার প্রস্থান

অন্যদিক হইতে রাণীর প্রবেশ

রাণী। দাদামশাই!

মাধব। কি দিদিমণি?

রাণী। (নিরুত্তর)

মাধব। বাঃ কথা বলছ না যে? ওকি চোখে জল কেন?

রাণী। (চোখ মুছিয়া) কিছু না। (একটু হাসিতে চেষ্টা করিয়া) আচ্ছা এখন আমাকে ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দিলে, আমি কি এক বছরের ভেতর বি, এ, পাশ করতে পারি না?

মাধব। কেন পারো না, নিশ্চয়ই পারো। কিন্তু হঠাৎ তোমার বি, এ, পাশ করবার সখ হলো কেন নাতবৌ? কনক কিছু বলেছে বুঝি?

রাণী। যান্, আপনার কেবল ওই দিকেই নজর! কেন, আমার কি কোনো সখ্ হতে নেই?

মাধব। হুঁ! আচ্ছা—দেখি চেষ্টা করে—তুমি আর আমি দু'জনেই এক ক্লাসে ভর্ত্তি হতে পারি কিনা? আমারো তো বি, এ, পাশ করা দরকার? কি বলো?

রাণী। ঠাট্টা করবেন না···

মাধব। ঠাট্টা নয়, নাতবৌ! যে দিনকাল পড়েছে—তা'তে আমাদের মত মুখ্যু-বাপ্-ঠাকুরদাকেও বোধহয় ওরা তালাক্ দেবে! আচ্ছা, আসি তাহলে—দেখি, কোথায় একটা ইস্কুল পাওয়া যায়···

প্রস্থান

সুন্দরীর প্রবেশ

সুন্দরী। শোনো দিদিমণি, নিজের কল্যেণ যদি চাও, ওই বি, এ, পাশ মেয়েটাকে দূর ক'রে তাড়িয়ে দাও।

রাণী। কেন, কি অপরাধ তার?

সুন্দরী। মেয়েটার স্বভাব-চরিত্তির ভাল নয়···

রাণী। দেখ্ সুন্দরী! তোর ভাল হবে না কিন্তু! তার মত ভাল মেয়ে তো, আজ পর্য্যন্ত আমি দেখিনি কোথায়ও। কেন মিছিমিছি তুই তার পেছনে লেগেছিস্?

সুন্দরী। ভাল মেয়েই বটে···

রাণী। যার কাছে আমার চব্বিশ ঘণ্টাই বসে থাকতে ইচ্ছে করে—খাওয়া-নাওয়া জ্ঞান থাকে না—সে তোর কি ক্ষতিটা করেছে?

সুন্দরী। দেখো বৌ-রাণী! আমি কাউলিডাঙ্গার মেয়ে! আমার ক্ষতি করতে কেউ পারবে না—

এক দরজা বন্দ আমার—দশ দরজা খোলা!
হাত নাড়্‌বো পাত পাড়্‌বো—কাড়্‌বো আমার নোলা।

কিন্তু তোমাকে একটা কথা বলে রাখছি—সময় থাকতে ভাতারটিকে সাম্‌লাও—নইলে অনেক দুঃখু আছে তোমার কপালে!

মানদার প্রবেশ

মানদা। বৌমা! তুমি নাকি ইংরিজি শিখ্‌তে চাও?

সুন্দরী। সে বৌ আর নেই মা, সে বৌ আর নেই···

মানদা। ইংরেজি যদি শেখ বাছা! তা'হলে কখখনো আর আমার ঘরে ঢুকো না। আমার বাক্স-বিছানা খাট-পালঙ্ক কিচ্ছু ছুঁয়ো না।

রাণী। (কাঁদিয়া) তা'হলে আপনার ছেলেটিকে এত ইংরেজি শিখিয়েছিলেন কেন?

মানদা। সে বেটাছেলে, তার যা' খুসি সে তা' করতে পারে।

রাণী। কিন্তু মনীষাদি, সেও তো আমারি মত একটি মেয়ে···

সুন্দরী। শুন্‌লে? তা'হলে বুঝে দেখো মা, আমি যা বলিছি তা সত্যি কিনা? পারো তো সেই রাজরাজেশ্বরীকে দূর করে তাড়িয়ে দাও—লেঠা চুকে যাক্।

মানদা। ওরে সর্ব্বনাশ, ও যে মহীতোষবাবুর মেয়ে!

সুন্দরী। মহীতোষবাবুর মেয়েই হোক আর ভবতোষবাবুর মেয়েই হোক্—ও যে ভদ্দর লোকের মেয়ে নয়—একথা আমি হাজার বার বল্‌বো! ও মা মা, সেদিন যা' দেখিছি—কি লজ্জা, কি ঘেন্না, কি কেলেঙ্কারী!

রাণী। (কাঁদিয়া উত্তেজিতভাবে) কি দেখেছিস্ তুই—বল্ কি দেখিছিস্?

সুন্দরী। দেখেছি—একদিকে কান্নাকাটি—আর একদিকে মুখের কাছে মুখ নিয়ে—গন্ধওলা রুমাল দিয়ে—চোখ মোছানো, মুখ মোছানো। বলি, আর কি দেখ্‌বো? দাদামশাই বলেন—দাদা আর দিদি! ঘেন্নায় মরি মা—ঘেন্নায় মরি···

রাণী। দেখ্ সুন্দরী! ঠাকুর-দেবতার নামে মিছে কথা বল্‌লে কি হয় জানিস্? জিভ্ খসে যায়, মুখে পোকা পড়ে!

সুন্দরী। ঠাকুর দেব্‌তাই বটে···

রাণী। ফোঁটা-তিলক কাটিস্—মালা জপিস্—তবু তোর নজর ওই ভাগাড়ের দিকে? কী দুর্গতি যে তোর হবে—তা' তুই দেখিস্···

প্রস্থান

সুন্দরী। শোনো মা! তোমাকে একটা কথা বলি। ঠাকুরমশাই বলেছেন—তিনি একটু সিঁদূর পড়ে দেবেন। সেই পড়া-সিঁদূরের টিপ্ পরিয়ে দিলেই ছেলে তোমার বৌকে ভালবাস্‌বে—কুদিষ্টি কেটে যাবে।

মানদা। কি জানি বাছা, ও ছোটলোকের মেয়ে হয়তো, সে সিঁদূরটুকু পরতেই চাইবে না।

সুন্দরী। জোর করে পরিয়ে দিও। বলি, তুমি কেমন শাশুড়ী গা? শাশুড়ী একটা দেখেছি আমাদের কাউলিডাঙ্গায়। সাত বেটারবৌ তার থর থর ক'রে কাঁপ্‌তো, তাকে দেখলেই। উনুনে থাক্‌তো সাতগাছা হাতা। একটু বেচাল দেখ্‌লেই অম্‌নি ছ্যাঁৎ···

মানদা। ওরে বাবা বলিস্ কি? না, না, তেমন শাশুড়ী হ'য়ে কাজ নেই আমার।

কনকের প্রবেশ

মনীষা কোথায় কনক?

কনক। ঠাকুরদার সঙ্গে ঠাকুর বাড়িতে গেছে—

মানদা। তা'হলে ব'স এখানে, একটা কথা শোন। বৌমা—সুন্দরী —তোরা যা' এখান থেকে।

কনক একটা ইজিচেয়ারে শুইয়া ভ্রমণের ক্লান্তি দূর করিতে লাগিল

কনক। কি বল্‌বে বলো ··

মানদা। তুই আমার একমাত্তর ছেলে, এই রায়-বাড়ির মান, প্রতিপত্তি, সুখ্যাতি-অখ্যাতি সবই নির্ভর করছে—তোর ওপর···

কনক। অতো ভনিতায় প্রয়োজন কি? সোজাসুজি কথাটা কি তাই বলো না?

মানদা। কথাটা তেমন বিশেষ কিছুই নয়। তবে ওই মনীষা মেয়েটার হালচাল দেখে—ঝি-চাকররাও পাঁচজনে পাঁচ কথা বল্‌ছে···

কনক। অতএব কি করতে হবে?

মানদা। তোর বিয়ে হয়েছে—ঘরজোড়া একটা বৌ রয়েছে—তার মনের অবস্থাটাও তো বিবেচনা করা উচিত?

কনক। (বিস্মিতভাবে) কে বল্‌লে রাণীর মনের অবস্থা খারাপ? সেকি কিছু বলেছে তোমাকে?

মানদা। মুখ ফুটে না বল্‌লে কি তা' বোঝা যায় না? ঘরের লক্ষ্মী বৌমা আমার কেন দিনদিন শুকিয়ে যাচ্ছে? কেন—কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে?

কনক। (বিস্মিতভাবে) রাণী কাঁদ্‌ছে?

মানদা। শুধু কি কাঁদছে? সে আজ লেখাপড়া শিখ্‌তে চায়, বি, এ পাশ করতে চায়···

কনক। Damn it ! আচ্ছা, তুমি এখন যাও—আমি একটু বিশ্রাম করবো।

মানদা। গরীবের মেয়ে···

কনক। শুধু গরীবের মেয়ে নয়—চাষার মেয়ে···unrefined, rustic !

মানদা। আমার মাথা খাস্—তুই ওই মনীষা-মেয়েটার সঙ্গে আর মেলামেশা করিস্ নে। মেয়েমানুষ যতই শিক্ষিতা হোক—তবু সে মেয়েমানুষ !

কনক। আচ্ছা, আচ্ছা, এখন যাও···

মানদা চলিয়া গেলেন—কনক চোখ বুজিয়া কি ভাবিতে লাগিল। রাণী ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া কনকের কপালে হাত রাখিল

রাণী। অসুখ করেছে ?

কনক। না।

রাণী। হাঁটু অব্‌ধি মেঠো ধূলো, চাকরদের কাউকে ডেকে জুতো জোড়া খুল্‌বারও তাগিদ্ নেই—বলি, কি হয়েছে তোমার ?

নিজেই জুতা খুলিয়া আঁচল দিয়া পা ঝাড়িতে লাগিল

কনক। রাণী ! শুন্‌ছি নাকি তোমার মনের অবস্থা খুব খারাপ ?

রাণী। হ্যাঁ।

কনক। কেন ?

রাণী। কেন তুমি সারাদিন মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াও ? রোদে পুড়ে চোখ-মুখের চেহারা কি বিশ্রী কালো হ'য়ো উঠেছে ! আয়না আন্‌বো, দেখ্‌বে একবার ?

কনক। মুখ যখন পুড়েই গেছে—তখন আর তা' দেখে কি লাভ ?

রাণী। কিছু খাবার এনে দিই খাও। মনীষাদি গেল কোথায় ? সে কাছে বস্‌লে বেশ একপেট খেতে পার—নইলে একটু মুখে দিয়েই পালাবে। লালু !

লালুর প্রবেশ

মনীষাদিকে ডেকে আন্‌তো !

একদিকে লালু অন্যদিকে রাণীর প্রস্থান

কনক। Yes, jealousy ! Nonsense !

সুন্দরীর প্রবেশ

সুন্দরী। দিদিমণি জিজ্ঞেস্ করছেন—একখানা রেকাবীতেই দু'জনের খাবার দেবেন—না, দু'খানা পৃথক রেকাবী আন্‌বেন ?

কনক। তোমার দিদিমণিকে বলো, আমি খাবার খাবো না, আমার খিদে নেই।

সুন্দরী। (চোখ মুখ ঘুরাইয়া—স্বগত) হুঁ ! খিদে মাৎ হয়ে গেছে···

প্রস্থান

মনীষার প্রবেশ

মনীষা। তুমি নাকি আমাকে ডেকেছ কনকদা ?

কনক। না, তোমার বৌদি ডেকেছেন। তুমি আর কতদিন থাক্‌বে এখানে, মনীষা ?

মনীষা। কেন ?

কনক। এম্‌নিই জিজ্ঞেস্ করছি···

মনীষা। তা' কি ক'রে বল্‌বো? আমি তো এখন দাদামহাশয়ের বন্দিনী! তোমাকে এত গম্ভীর দেখ্‌ছি কেন, কি হয়েছে?

কনক। কিছুই হয়নি।

মনীষা। নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে···

ঈষৎ ঘোম্‌টা টানিয়া খাবার লইয়া রাণীর প্রবেশ

দেখো বৌদি কনকদার কি অন্যায়! আমাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন। তুমি আমাকে ভালবাসো না কনকদা, তা' আমি জানি—কিন্তু আমি চ'লে যাবার দিন—বৌদি আমার গলাটা জড়িয়ে ধ'রে কাঁদবে। কাঁদ্‌বে না বৌদি? বাঃ এখুনি যে কেঁদে ফেল্‌লে—ছিঃ কেঁদ না।

আদর করিয়া চোখ মুছাইল

কনক। শোনো মনীষা! আজই আমি South Africa যাত্রা করছি। আমার এক বন্ধু আছেন Mining Engineer—তাঁরই সাথে।

মনীষা। (বিস্মিত ভাবে) South Africaয়? কেন? তোমার সে ছবি-তোলার কি হ'লো?

কনক। মাঠের রোদে পুড়ে—আমার চেহারা বিশ্রী কালো হয়ে উঠেছে!

মনীষা। ও, সেই কারণেই নেগ্রোদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাবার সখ্ হয়েছে? তাই বলো—বৌদি কিছু বলেছে বুঝি? কিন্তু কনকদা, বৌদি আমার An emblem of innocence and purity!

কনক। তা' বটে···

মনীষা। তা' বটে, মানে? তুমি কি প্রতিবাদ করতে চাও?

কনক। নিষ্প্রয়োজন। আচ্ছা, মনীষা! বল্‌তে পার—এ জীবনে মানুষের কাম্য কি—মানুষ কি চায়?

লালু আসিয়া চায়ের সরঞ্জাম রাখিয়া গেল—রাণী দূর হইতে মনীষাকে ইঙ্গিতে ডাকিল। মনীষা নিকটে গেল। রাণী তাহার কানে কানে কি বলিয়া চলিয়া গেল

মনীষা। হ্যাঁ, তুমি কি বল্‌ছিলে কনকদা? মানুষ কি চায়?

কনক। Yes.

মনীষা। ভদ্দরলোকের গলা শুকিয়ে গেলে প্রথমেই চায়—এক কাপ্‌ চা। আগে আমি চা-টা তৈরি ক'রে নিই—তার পর বল্‌ছি···

চা তৈরি করিতে করিতে মনীষা গাহিল—

গান

টুন্‌ টুন্‌ টুন্‌ টুন্‌—বাজে পেয়ালা
চা-চামচে চিনি।
বাজে ঝুরো চুড়ি রিণি ঝিনি ঝিনি
চা-চামচে চিনি।
সরম লাগিয়া বুঝি গরম জলে
রাঙিয়া উঠেছ তুমি ওগো তরলে!
তবু, মৃদু-মধু সৌরভে গরবিনী—
চা-চামচে চিনি।

কত তৃষাতুর চাতকের প্রায়
এ ভরা পেয়ালা পানে—
ফিরে ফিরে চায়।
কম্পিত করতলে টল্‌মলিয়া
যাও তুমি তাঁরই কাছে নীরব প্রিয়া!
চটিয়া নিকটে বসি আছেন যিনি—
চা-চামচে চিনি।

কনক। হা হা হা—ভেবেছিলাম হাস্‌বো না। কিন্তু তোমার গান শুনে—পেরে উঠ্‌লাম না।

মনীষা। তাই নাকি? আমার ভাগ্যি···

কনক। আচ্ছা, তুমি নাকি এ বাড়ীতে আর কখখনো গান গাইবে না?

মনীষা। ওঃ! ভুল হয়ে গেছে।

নিজের নাক ও কান মলিল

উভয়ে চা-পান করিতে লাগিল—ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল

রাণীর প্রবেশ

কনক। এখন বলো মনীষা, মানুষ কি চায়?

মনীষা। Peace and happiness—সুখ ও শান্তি!

কনক। Certainly not. মানুষ চায়—Cares, anxieties, troubles and unrest!

মনীষা। (হাসিয়া) তাই নাকি? সত্যি?

কনক। নতুবা অশোকের মত একটা brilliant scholar—who never stood second in any examination—তার এ দুর্ব্বুদ্ধি হবে কেন?

মনীষা। দুর্ব্বুদ্ধিটা কি হলো?

কনক। না, থাক্—তার সম্বন্ধে কোনো অপ্রিয় আলোচনা করবো না তোমার সঙ্গে।

মনীষা। অন্যের সঙ্গে করবে তো? দেখো কনকদা, অশোক সেনকে তুমি চেন না। তার aspiration, তার ambition, এমন্‌কি তার iterpretation of life is quite different from that of yours……

কনক। Will you kindly be a little more explicit?

মনীষা। Yes, I will……

তখন ঘরের মধ্যে অত্যন্ত অন্ধকার হইয়াছিল। মাধব ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন। রাণী বহুক্ষণ নীরবে এক কোণে দাঁড়াইয়াছিল

মাধব। কি গো দাদা, দিদি! আজকালকার ইংরেজি দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনা বুঝি অন্ধকারেই জমে ভালো?

মনীষা। রাত্রির হয়ে গেছে নাকি?

রাণী ব্যস্তভাবে একটা আলো আনিল—ঘর আলোকিত হইল

মাধব। দার্শনিক মহীতোষের মেয়ে তুমি তোমার কাছে আলো-আঁধার একই কথা। কিন্তু তুমি তো এই মাধব রায়ের নাতি? পাশের ঘরে ঝি চাকর গুলো হাসাহাসি করছিল, তাও কি শুন্‌তে পাওনি?

কনক। তারা হাসাহাসি করতে পারে—অথচ একটা আলো এনে রেখে যেতে পারে না ?

মনীষা। আচ্ছা, বৌদি তুমি তো এখন একটা আলো নিয়ে এলে, কিন্তু কিছু আগে আন্‌লে না কেন ?

কনক। তোমার বৌদি যে Emblem of innocence and purity !

মাধব। নাতবৌ তো এই ঘরের ভেতরেই দাঁড়িয়ে ছিল, তাও বুঝি দেখ্‌তে পাওনি তোমরা ?

কনক। Just see the fun···

মাধব। যাক্‌গে, তাতে আর হয়েছে কি ? এখন চলো তো মনীষা বিবি আমরা একটু ঠাকুর-বাড়িতে যাই···

মনীষা। চলুন···

উভয়ের প্রস্থান

রাণী। তুমি যাবে না ঠাকুর-বাড়িতে ?

কনক। না।

রাণী। কেন ?

কনক। এখনো জমিদারী পাওনি যে কৈফিয়ৎ তলব করছ···

রাণী। রাগ করেছ ?

কনক। হ্যাঁ করেছি। কেন তুমি অন্ধকারে চুপটি করে দাঁড়িয়ে ছিলে ? বলো······

রাণী। সত্যি বল্‌বো, বিশ্বাস করবে ?

কনক। সত্যি হলে, নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবো।

রাণী। তোমার মত আমিও ভুলে গিয়েছিলাম ঘরের ভেতর এত অন্ধকার

হয়েছে। আমি শুধু ভাব্‌ছিলাম—তোমাদের ওই কথাগুলো যদি বুঝ্‌তে পার্‌তাম—আমিও যদি পারতাম মনীষাদির মত ইংরেজি বল্‌তে—তোমার সঙ্গে তর্ক করতে···

কনক। Damn it—আমার শ্লিপার জোড়া দাও···

রাণী দিল

রাণী। কোথায় যাচ্ছ?

কনক। যমের বাড়ী।

রাণী। ইস্‌···

হাত টানিয়া ধরিল

কনক। আঃ ছাড়ো—রিহার্সেল আছে···

রাণী। না, আজ আর কোথায়ও যেতে পারবে না, এখানেই বসে থাক্‌বে।

কনক। আব্‌দার?

রাণী। হ্যাঁ আব্‌দার। কেন বল্‌লে—যমের বাড়ী যাচ্ছ? আমার বুকের ভেতর এখনো কাঁপছে। কেন? আমি কি করেছি যে, আমাকে এভাবে কাঁদাবে?

কনক। আঃ ছাড়ো, দেরি হয়ে যাচ্ছে···

ঝাঁকি দিয়া হাত ছাড়াইয়া প্রস্থান

রাণী। উঃ ভগবান্‌। (কাঁদিল)

সুন্দরীর প্রবেশ

সুন্দরী। ওগো ঢেঁকি, এখন আর কেঁদে কি লাভ ?

"যখন ধাত্রী কাটে নাড়ী
তখনি কি ওঠে দাড়ি ?
কাল পেয়ে যৌবনে দাড়ি ওঠে !
যখনি কুপথ্য-যোগ—
তখনি কি বাড়ে রোগ ?
কুপথ্য রোগের নিদান বটে।"

রাণী। সুন্দরী, তুই এখান থেকে চলে যা—চলে যা—আমি তোর মুখ দেখ্‌বো না।

প্রস্থান

সুন্দরী। ইস্‌! এক ফোঁটা বিষ নেই—কুলোপানা চক্কর !

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—মাধব রায়ের কক্ষ

কাল—পূর্ব্বাহ্ন

দৃশ্য—মাধব রায় একটা তাকিয়া ঠেসান দিয়া গড়গড়া টানিতেছিলেন—রাণী তাহার পদসেবা করিতেছিল ও নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতেছিল। লালুর প্রবেশ

মাধব। তুমি কেঁদনা নাতবৌ, কনক যদি ভাল না বাসে, না বাস্‌বে—আমি তো আছি ?

রূপ যৌবন জোয়ারের জল,

আজ আসে কাল যায়—

কনকের চেয়ে ঢের সুরসিক

এ বুড়ো মাধব রায়!

কি বলো, তাই নয় কি?

রাণী। মনীষাদির সঙ্গে ওঁর বিয়ে দিন্—সত্যিই উনি তাকে ভালবাসেন।

মাধব। তুমি সহ্য করতে পারবে?

রাণী। কেন পারবো না। ওঁকে সুখী করবার জন্যে আমি কি না-পারি দাদামশাই?

মাধব। আচ্ছা! আমার জমিদারীটা আগে তোমার নামে উইল করি—তারপর দেখে নেবো ওসব বি-এ-এম-এ-দের কেরামতি কত!

রাণী। না, না, না—আমার নামে কোনো উইল করবেন না—তা'হলে উনি এ বাড়ি ছেড়েই চলে যাবেন—দিনান্তে একবার দেখ্‌তেও পাবনা ওঁকে···

মাধব। হুঁ! আচ্ছা—তুমি কেঁদ না—আমি ব্যবস্থা করছি···

লালুর প্রবেশ

লালু। নিবারণ বাবু এসেছেন।

মাধব। ডেকে আন্।

একদিকে লালু ও অন্যদিকে রাণীর প্রস্থান। মাধব বালিশের নীচু হইতে একটা দলিল বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন—নিবারণের প্রবেশ

খবর কি নিবারণ?

নিবারণ। আজ্ঞে, ঠিক হয়েছে···

মাধব। কি ঠিক হয়েছে ?

নিবারণ। আজ্ঞে, কে যেন কাল রাত্রে বাজারের একটা বেশ্যাকে খুন করে, তার গয়নাগাঁঠি নিয়ে পালিয়েছে।

মাধব। চুপ। আগে দরজা-জান্‌লাগুলো বন্ধ করো।

নিবারণ তাহাই করিল

হ্যাঁ, বলো, তারপর ?

নিবারণ। দারোগা নিজেই অশোককে সন্দেহ করেছে···

মাধব। কারণ ?

নিবারণ। সাড়ে বারোটার ট্রেণে অশোক কল্‌কাতায় গেছে—ঘটনাটাও ঘটেছে—ঠিক এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে। তদন্তের সময় আমি দুটো সাক্ষী উপস্থিত করে দিইছি—যারা স্বচক্ষে দেখেছে—অশোককে সেই বেশ্যার ঘরে বসে মদ খেতে···

মাধব। তাই নাকি ?

নিবারণ। আজ্ঞে হ্যাঁ, তাদের দুজনকে দুশো টাকা দিতে হবে···

মাধব। (ফতুয়ার পকেট হইতে বাহির করিয়া) এই নাও—আর দারোগাকে কিছু দিতে হবে না ?

নিবারণ। আজ্ঞে হ্যাঁ, তা' হবে বৈকি !

মাধব। কতো ? পাঁচহাজার না দশ হাজার ?

নিবারণ। আজ্ঞে, আপাতত পাঁচ হাজার দিলেই চল্‌বে—তারপর—আচ্ছা—এখন থাক্‌, আমি সঠিক জেনে বল্‌বো।

মাধব। মোটের উপর যেন ফেঁসে যায় না, খুব সাবধান! যতটাকা লাগ্‌বে—আমি দেব। যত সাক্ষী দরকার—লাগাও!

নিবারণ। যে আজ্ঞে।

যাইতেছিল

মাধব। শোনো নিবারণ! আমি একটা খুনে জমিদার। আমার হুকুমে বহু দাঙ্গা হাঙ্গামা ও খুন-জখম হয়ে গেছে। কিন্তু কোনোদিন কোনো ঘটনার ভেতরে নিজে জড়িয়ে পড়িনি। বিশ্বাসী কর্ম্মচারীরাই সব করেছে—প্রয়োজন হলে জেলও খেটেছে।

নিবারণ। আজ্ঞে বলেছি তো, নিবারণ আপনার জন্যে দশহাত জলের তলে নাব্‌তেও প্রস্তুত! দু'এক বছর জেল হয়—ছেলে-মেয়ে-বৌ—আপনার পায়ে পৌছে দিয়ে, চলে যাবো।

মাবব। আচ্ছা, তাহলে এখন এসো, জান্‌লা দরজাগুলো খুলে দাও—

নিবারণের প্রস্থান

মানদার প্রবেশ

মানদা। বাবা, একটা কথা বল্‌বো—রাগ করবেন না?

মাধব। কি?

মানদা। মনীষা-মেয়েটাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিন্‌।

মাধব। হুঁ, দেখো বৌমা! এ জগতে সবাই মনে করে আমি খুব বুদ্ধিমান বা বুদ্ধিমতী। কেউ কেউ যদি মনে করতো আমার বুদ্ধিটা কারো কারো অপেক্ষা কম—তা'হলে সংসার-ধর্ম্ম করা খুব সোজা হতো···

প্রস্থান

হাসিতে হাসিতে কনকের প্রবেশ

কনক। কেমন? হয়েছে? পাচশোবার বলেছি—অতো বাড়াবাড়ি করনা···

মানদা। বাড়াবাড়ি করছি আমি?

মনীষার প্রবেশ

কনক। এই যে মনীষা, কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

মনীষা। রান্না করছিলাম···

কনক। রান্না? কি সর্ব্বনাশ! কি রান্না করলে?

মনীষা। দাদামশাই 'মোচার চপ্' খেতে চেয়েছেন···

কনক। দাদামশায় খেতে চান্‌নি—বোধ হয়, তোমাকে যাঁরা দেখতে আস্‌ছেন, তাদের খাওয়াবেন বলেই, তৈরি করতে বলেছেন।

মনীষা। কে আমাকে দেখতে আস্‌ছে?

কনক। রামনগরের জমিদার।

মনীষা। তাই নাকি? তাতো আমি জানি না। আচ্ছা কনকদা, আমার একটা বিয়ে দেবার জন্যে তোমাদের বাড়িশুদ্ধ সবাই এভাবে ক্ষেপে উঠেছে, কেন বল্‌তে পার?

মানদা। মেয়ে-মানুষ জন্ম পেয়ে—চিরদিন তো বাপের বাড়িতে হৈ হৈ করে বেড়ানো চলে না বাছা?

মনীষা। বৌদিকে দেখে আমার বিয়ের সখ মিটে গেছে জ্যাঠাইমা!

কনক। আমি তা'হলে এখন আসি মনীষা, তুমি আমার মার সঙ্গে একটু ঝগড়া করো···

প্রস্থান

মানদা। কি জানি মা, তোমরা কি লেখাপড়া শিখেছ। আমরা ছোট বেলায় কত ব্রতনিয়ম করেছি—চন্দ্রসূর্য্য সাক্ষী রেখে বলেছি—সীতার মত সতী হবো, রামের মত পতি পাবো...

সুন্দরীর প্রবেশ

সুন্দরী। ওসব কি ছাইপাশ বলছ মা? বলো যে—'চশমা চোখে জুতো পায়ে, ধেই ধেই ধেই নেচে বেড়াবো'—

মনীষা। (হাসিয়া) বাঃ সুন্দরী তো বেশ নাচতেও জানে দেখছি...

সুন্দরী। অনেক কিছু জানি আমি—কাউলিডাঙ্গার মেয়ে! উচিত কথা বল্‌তে বাপকেও ছাড়িনে! তুমি একটা সোমত্ত বয়সের ধুম্‌সো মাগী, লজ্জা করেনা তোমার—দাদাবাবুর হাতখানা ধরে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াতে?

রাণীর প্রবেশ

মনীষা। আচ্ছা বৌদি, তুমিই বলোনা ভাই, এতে আমার এমন কি লজ্জার কারণ হতে পারে? কনকদা যে আমার দাদা...

সুন্দরী। তাতো বটেই দাদা আর দিদি!

মানদা। চুপ কর্ মাগী, কি যা'তা' বাজে বক্‌ছিস্?

সুন্দরী। সহ্য হয়না মা। দিদিমণি আমাদের ন্যাকা মেয়ে—নইলে কি ঘটনাটা এতদূর গড়ায়?

রাণী। সুন্দরী, তুই কি আমাকে পথে না বসিয়েই ছাড়বি নে? কি ক্ষতিটা করেছি আমি তোর ..(কাঁদিল)

মনীষা। ছিঃ বৌদি কেঁদনা। এসব অশিক্ষা ও কুশিক্ষার ফল তো

আমাদের সইতেই হবে। আচ্ছা সুন্দ [illegible] তো আর আমি কনকদার সঙ্গে মাঠে বেড়াতে যাই না, কেন তুমি যা'তা' বলছো ?

সুন্দরী। মাঠে যাবার আর দরকার কি ? এখন তো আর অন্ধকার ঘরে আলো না থাক্‌লেও, তোমাদের আপত্তি নেই ?

মনীষা লজ্জিতা হইল

রাণী। তুই ভেবেছিস্ কি ? আমি এখুনি দাদামশায়ের কাছে যাচ্ছি। হয় তোকে এবাড়ি থেকে তাড়াবো, আর না হয় আমি নিজেই চলে যাবো।

মানদা। ওবাবা ! বৌয়ের তো রাগও আছে দেখ্‌ছি···

মনীষা। সবার ভেতরেই সব আছে—খুঁচিয়ে তুল্‌লে সবই পাওয়া যায়।

সুন্দরী। দেখো বাছা, তোমাকে একটা কথা বলি···

মানদা। না, আর কোনো কথা বলার দরকার নেই—চল্ আমার সঙ্গে, আমি একবার ঠাকুর বাড়িতে যাব।

উভয়ের প্রস্থান

কনকের প্রবেশ

কনক। রাণী কাঁদছে কেন মনীষা ?

মনীষা। জানিনা।

কনক। তোমার মেজাজটাও তো ভাল দেখ্‌ছি না—ব্যাপার কি ?

মনীষা। তুমি আর আমার সঙ্গে কথা বল্‌তে এসোনা কনকদা !

কনক। কেন, কি হয়েছে ?

মনীষা। আঃ, you are very unreasonable··

কনক। আমার রিভলবারটা কোথায় মনীষা ?

মনীষা। আছে আমার কাছে। এখন পাবে না…

রাণীর প্রবেশ

কনক তাহার নিকটে গেল

কনক। Will you kindly tell me madam, what has happened ?

রাণী। সবাই মিলে যদি দিনরাত আমাকে কাঁদাও, সত্যি বলছি, আমি পাগল হ'য়ে যাবো—পাগল হয়ে যাবো —(কাঁদিল)

কনক। ও, বুঝেছি—আসি তা'হলে—Good bye…

প্রস্থান

রাণী। ওগো, শোনো—শোনো—উঃ ভগবান! মৃত্যু ছাড়া আমার বুঝি আর কোনো উপায় নেই…

মনীষা। বৌদি, শোনো এরকম করলে চলবেনা। তোমাকে শক্ত হতে হবে, সবল হতে হবে। অন্যায়ের কাছে, অত্যাচারের কাছে—আত্মসমর্পণ করতে নেই। তা'তে সেই অন্যায়-অত্যাচার আরো বেড়ে ওঠে !

কনকের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে মাধবের প্রবেশ

মাধব। আমার এই নাতবৌ কাঁদছে কেন কনক ?

কনক। জানিনা।

মনীষা। কেন মিছে কথা বল্‌ছ কনকদা ? তুমি সবই জানো। বৌদিকে সব চেয়ে বেশী কাঁদাচ্ছ তুমি…

মাধব। আদর করো, চোখ মুখ মুছিয়ে দাও, আমার লক্ষ্মী যদি দিনরাত

কাঁদে—তাহলে এই সোনার জমিদারীতে আগুন লেগে যাবে যে—এসো বিবিসাহেব, আমরা ঠাকুরবাড়িতে যাই··· উভয়ের প্রস্থান

কনক। (রাণীর কাছে করজোড়ে—নতজানু হইয়া) মহামহিম—মহিমার্ণব শ্রীল শ্রীযুক্ত মাধব রায়—জমিদার-মহাশয়ের আদেশ পালন ক'রতে এসেছি—রাণী! তুমি প্রসন্না হও!

রাণী। আমি কি অপরাধ করেছি—কেন আমাকে এত শাস্তি দিচ্ছ? দাদামশাই অন্যায় করলেন, মা অন্যায় করবেন, সুন্দরী অন্যায় করবে—এসব অন্যায়ের জন্যেই কি দায়ী হবো আমি? তোমার পায় পড়ি, আমাকে আর কাঁদিও না, আমি আর সহ্য ক'রে উঠ্‌তে পারছিনে।

পদতলে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—ঠাকুরবাড়ি

কাল—অপরাহ্ন

দৃশ্য—মন্দিরের রোয়াকে অজিনাসনে রামকানু উপবিষ্ট—পদপ্রান্তে সুন্দরী—

রামকানু কীর্ত্তনের ছলে সুন্দরীকে প্রেমতত্ত্ব শুনাইতেছিলেন

"সজল-জলদাঙ্গ—ত্রিভঙ্গ-বাঁকা—
তরুমূলে!"
দেখি উন্মাদিনী রাধা ছুটে এলো
এলোচুলে।

মাধবের প্রবেশ

সুন্দরী। (দূর হইতে তাহাকে দেখিয়াই) বুড়োকর্ত্তা এদিকে আস্‌ছেন—আমি পালাই··· প্রস্থান

মাধব। কি হচ্ছে ঠাকুরমশাই ?

রামকান্ত। আজ্ঞে, সুন্দরীকে একটু 'কৃষ্ণতত্ত্ব' শোনাচ্ছিলাম।

মাধব। হুঁ। আচ্ছা, কাল রাত্তির বারোটার পর, সুন্দরী কেন এসেছিল আপনার এখানে ?

রামকান্ত। ঠাকুরের একটু চরণামৃত নিতি।

মাধব। অতো রাত্রে চরণামৃত ?

রামকান্ত। চরণামৃতের কি কোনো সময়-অসময় আছে রায়মশাই ? ভক্তের তেষ্টা নিয়েই কথা।

মাধব। তা' বটে। ভক্ত যদি একবার অমৃতের সন্ধান পায়, তাহলে বোধ হয়, গলাটা তার চব্বিশ ঘণ্টাই শুকিয়ে থাকে। "অমৃত স্বর্গেতে থাকে, লোকে এই বলে—তাতো নয় আমাদের আমগাছে ফলে। যখন মুকুলগুলি ফুটে উঠে ভাই—তখনি তো অমৃতের গন্ধ টের পাই !"

রামকান্ত। হা হা হা হা···

মাধব। থাক্, থাক্, আর হাস্‌বেন না—শুনুন—অমৃতের গন্ধ কেউ লুকিয়ে রাখতে পারে না। যথা-সময়ে ওটা টের পাওয়াই যায়—বুঝ্‌লেন ?

রামকান্থ। আজ্ঞে কথাডার মানে তো ঠিক বুঝ্‌তি পারলাম না।

মাধব। আর ন্যাকামো করতে হবে না। মাধব রায়ের কথার মানে বোঝা যায়, তার কথা শুন্‌বার অনেক আগে—এখন চলুন একবার আমার সঙ্গে···

রামকান্থ। কোথায় ?

মাধব। কাছারী বাড়িতে।

রাণীর হাত ধরিয়া মনীষার প্রবেশ

মনীষা। আচ্ছা দাদামশাই, আপনারা কি এই মেয়েটিকে মেরে ফেল্‌বেন?

মাধব। কেন—কেন?

মনীষা। দিনরাত ঘরে ব'সে কাঁদবে, বাইরে একটু বেরুবে না—হাসি ঠাট্টা, গান-বাজ্‌না, কোনো তা'তেই যেন কোনো অধিকার নেই! বৌ-সাজা কি এতই অমার্জ্জনীয় অপরাধ?

মাধব। কে বলেছে সে কথা?

মনীষা। এই ঠাকুরবাড়িতে ব'সে একটা গান গাইলে নাকি ওর জাত যাবে?

মাধব। না, না, না, তা' কেন যাবে? আমিই আজ তোমার গান শুন্‌বো নাতবৌ! তোমরা এখানেই একটু অপেক্ষা করো—আমি আস্‌ছি—আসুন ঠাকুরমশাই···

উভয়ের প্রস্থান

রাণী। সত্যিই কি তুমি কাল চলে যাবে?

মনীষা। হ্যাঁ বৌদি, আমি বেশ বুঝ্‌তে পারছি—শুধু আমার জন্যেই তুমি আজ এত বিপন্ন হ'য়ে উঠেছ।

রাণী। আচ্ছা, যাও···

মনীষা। রাগ করলে?

রাণী। কি অধিকার আছে আমার—তোমার উপর রাগ করবার?

কাঁদিল

মনীষা। বৌদি, শোনো···

রাণী। কি আবার শুনবো? দুদিনের জন্যে কেন এসেছিলে এখানে?

সত্যিই যদি ভালবাসো—তা'হলে কখ্‌খনো যেয়োনা আমাকে এ অবস্থায় ফেলে। আজ যদি তুমি চলে যাও—তা'হলে আমার অবস্থা কি দাঁড়াবে—জানো ?

মনীষা। কি ?

রাণী। তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমি ওঁকেও হারাবো।

মনীষা। তার মানে ? তুমিও কি সুন্দরীর মতো…

রাণী। পাগল ! দাদা তার ছোটবোনের গুণপনায় মুগ্ধ হতে পারে—তাতে দোষ কি ? সে ভালবাসা যে কত পবিত্র, তা' সুন্দরী বোঝেনা—আমি বুঝি। আমার যে একটা দাদা ছিল…

চোখ মুছিল

মনীষা। হ্যাঁ, তা'তো শুনেছি। কিন্তু তিনি এখন কোথায় ?

রাণী। কি করে বল্‌বো ?

মনীষা। কি নাম ছিল তার ?

রাণী। অজয়। অজয়দার গায়ে শক্তি ছিল অসুরের মত। আমার বয়স যখন পাঁচবছর, তখন তিনি আমাকে কোলে নিয়ে—গাছে উঠ্‌তেন—পিঠে চড়িয়ে নদী পার হতেন! বয়স ছিল আমার চেয়ে—দশ কি বারো বছর বেশী। আমার মনে হয়, তিনি এখন বেঁচে নেই—বেঁচে থাকলে…

চোখ মুছিল

মাধবের প্রবেশ

মাধব। এইবার—নাতবৌ, তোমার একটা গান শুন্‌বো…

রাণী। সত্যি ঠাকুরদা, আমি গান গাইতে জানিনা।

মনীষা। মিছেকথা বলোনা—এই দেবমন্দিরে ব'সে। কেত্তন যা গায়—দাদামশাই! Splendid! Beautiful!

মাধব। আবার এই ঠাকুরবাড়িতে—ইংরেজি কথা?

মনীষা। ওঃ—ভুল হ'য়ে গেছে…

নিজের নাক কান মলিল

সুন্দরীর প্রবেশ

সুন্দরী। মাঠাক্‌রুণ দিদিমণিকে ডাক্‌ছেন।

মাধব। কেন?

সুন্দরী। দিদিমণি গিয়ে তার লক্ষ্মী-পূজোর জিনিষপত্তর গুছিয়ে দেবেন।

মাধব। আচ্ছা, তুই এখন যা এখান থেকে।

সুন্দরী। মা-ঠাক্‌রুণ রাগ্ করবেন যে…

মাধব। বটে? তোর মাঠ্‌রুণকে গিয়ে বল্—মাধব রায় নিজেই আজ লক্ষ্মীপূজো করছেন—তাঁর আর দরকার নেই—ঢের করেছেন।

সুন্দরী। দিদিমণিকে এখুনি নিয়ে যেতে বলেছেন তিনি…

মাধব। (হাতের লাঠি উঁচাইয়া) বেরো—বেরো এখান থেকে—বজ্জাত মাগী! তুই জানিস্ না, আমি কে? তোর মা-ঠাকুরুণকে গিয়ে বল্—যদুরায়ের বাবা মাধব রায়—এখন তার নাতবৌয়ের গান শুন্‌ছে—লক্ষ্মীপূজোই হোক আর দুর্গোৎসবের পাঁঠাবলিই হোক্—এবাড়ির সব-কিছুই এখন বন্দ থাক্‌বে…

সুন্দরীর প্রস্থান

মাগী বোধ হয় মনে ভেবেছে—আমি একটা লালু! যেদিন দুঃশাসনের মত কেশাকর্ষণ করে, লক্ষ্মণের মত নাক-কান কেটে ছেড়ে দেব—ও

শয়তানী সেইদিন বুঝ্‌বে—এ মাধব রায় লোকটা কে। গাও নাতবৌ! একটা গান গাও—

রাণী ও মনীষা গাহিল

সখি, কানুর লাগিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
অন্ধ নয়ন মণি!
আমি, শুনি আন্‌মনে বসি নিরজনে
কানুর নুপুর-ধ্বনী।
আজি, মলয়-পবনে, কানু-পরশনে
শিহরে এ দেহলতা,
ওগো, জানেনা রসনা, কোনো আলোচনা
বিনা সে কানুর কথা।
এই, দেহমন দিয়া কানুরে সেবিয়া
শ্রীমতী অকুলে ভাসে—
সখি, বলে দে সবারে—কেহ যেন তারে
আর নাহি ভালবাসে।

কনকের প্রবেশ

কনক। দাদামশাই, অশোক নাকি একটা বেশ্যাকে খুন ক'রে পালিয়েছে?

মাধব। হ্যাঁ—

কনক। শুনেছ মনীষা অশোকের কীর্ত্তি? তার মত একটা চরিত্রহীন লম্পটকে তুমি ভক্তি করো, ভালবাসো? ছি ছি ছি!

মনীষা। মিথ্যে কথা, অশোকদা এমন কাজ করতেই পারে না।

মাধব। লোকচরিত্র-সম্বন্ধে তোমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই মনীষা—যাক্ সে কথা। আজই তোমাকে কলকাতায় যেতে হবে···

মনীষা। আমি যাবোনা।

মাধব। যাবে না ?

মনীষা। না। আমি বেশ বুঝতে পারছি দাদামশাই—এসব আপনাদের ষড়যন্ত্র। জমিদারের শত্রু অশোকদাকে বিপন্ন করবার জন্যে আপনারা তাকে খুনী-আসামী সাজাতে চান্। যে অশোকদা মেয়ে-মানুষের মুখের দিকে চায়না—সে আজ মদ খেয়েছে, একটা বেশ্যাকে খুন করেছে—এ সব কথা আমাকে বিশ্বাস করতে হবে ?

মাধব। তোমার বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের ফলে অশোকের প্রাণ-রক্ষা হবে না। তাকে আজ ফাঁসি কাঠে ঝুল্‌তেই হবে—কনক ! মহীতোষকে একখানা তার ক'রে দাও—মনীষাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে··· প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—মনীষার শয়ন কক্ষ।

কাল—রাত্রি

দৃশ্য—মনীষা একটা চেয়ারে বসিয়া টেবিল-ল্যাম্পের সাহায্যে একখানা বই পড়িতেছিল—

একটা খোলা জান্‌লা পথে বাহিরের দিকে চাহিল

উঃ কী ভয়ানক অন্ধকার! মেঘ করেছে—বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে—অশোকদা যদি এ কাজ করে থাকে, তাহলে সৃষ্টি আজ ধ্বংস হয়ে যাবে—ধ্বংস হয়ে যাবে—

রাণীর প্রবেশ

রাণী। মনীষাদি, তুমি নাকি আজ রাত্রেই চ'লে যাচ্ছ?

মনীষা। কে বল্‌লে? এই দুর্যোগের রাতে তোমাকে ছেড়ে আমি কি চলে যেতে পারি? তুমিই তো আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে বৌদি! সতীমায়ের সতী মেয়ে তুমি—তোমার কপালের ওই আলো-টুকুই যে আমার জীবনের লক্ষ্য···

রাণী। রাত্রে কিছু খাবে না তুমি?

মনীষা। না, আমার খিদে নেই। বড্ড ঘুম পাচ্ছে—আমি একটু ঘুমুবো। সবাইকে বলে দিও—কেউ যেন আমাকে আর বিরক্ত না করে—

রাণী। আচ্ছা···

প্রস্থান

মনীষা জান্‌লাপথে বাহিরের দিকে চাহিল, আলো নিভাইল, শয্যায় শয়ন করিল ঘরের একটা বারান্দা ছিল—তার একটা দরজা ছিল—কে যেন হঠাৎ সেই দরজায় আঘাত করিল। মনীষা অতি বিরক্তির সঙ্গে "আঃ" বলিয়া উঠিল—আলো জ্বালিল, দরজা খুলিল। অশোক গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল

মনীষা। (বিস্মিতভাবে তাহার সেই বিশ্রী চেহারা দেখিয়া) অশোকদা!

অশোক। চুপ্···

দরজা বন্ধ করিল

মনীষা। কি ক'রে এলে এখানে ?

অশোক। ওই জান্‌লা দিয়ে তোমাকে দেখিছি, তারপর পাইপ বেয়ে উঠিছি ওপরে···

মনীষা। কী সর্ব্বনাশ !

অশোক। তোমার এ ঘরে খাবার কিছু আছে ? বড্ড খিদে পেয়েছে।

মনীষা। না, এ ঘরে তো···

অশোক। এক গ্লাস জল ?

মনীষা একটা কুজো হইতে এক গ্লাস জল আনিয়া দিল

অশোক। (জল পান করিয়া) আঃ ! সবই বোধ হয় শুনেছ ?

মনীষা। হ্যাঁ।

অশোক। বিশ্বাস করেছ ?

মনীষা। না।

অশোক। All right ! (শয্যায় উঠিয়া শয়ন করিল) কলকাতা থেকে বাইকে আস্‌ছি—শরীরটা অবসন্ন হ'য়ে পড়েছে। এখন একটু ঘুমুবো, তারপর ভোরে উঠে ধরা দেব—ফাঁসি হবে—বাস্‌ finished !

মনীষা। আমার এই ঘরে সারারাত ঘুমুবে ?

অশোক। কেন, আপত্তি আছে ? ও—(হাসিয়া) Very well, take this revolver, it is loaded. If you find any brute in me—just shoot it down.······

রিভলবারটা টেবিলের উপর রাখিয়া চোখ বুজিল

মনীষা। (বহুক্ষণ নিষ্পান্দের মত বসিয়া রহিল। হঠাৎ অশোককে উন্মত্তের মত টানিয়া তুলিল) না, না, অশোকদা! তোমাকে বাঁচতেই হবে—তুমি পালাও—তুমি পালাও—

অশোক। অসম্ভব—জমিদারের ষড়যন্ত্র !

মনীষা। (কাঁদিয়া) তুমি জানো অশোকদা, আমি তোমাকে কত ভালবাসি ?

অশোক। জানি।

মনীষা। আমি কি পারি না—তোমাকে বাঁচাতে ?

অশোক। খিদেতে পেট জলে যাচ্ছে,কিছু খাবার এনে খাওয়াতেই পারলে না, তার আবার বাঁচাবে ?

হাসিল

মনীষা। তুমি কেন এলে এখানে ?

অশোক। শুধু তুমি বিশ্বাস করেছ কিনা, সেই কথাটা জান্‌তে—আর…

মনীষা। আর কি ?

অশোক। ওই রিভলবারটা নিয়ে এসেছিলাম জমিদার মাধব রায়কে খুন করতে…

মনীষা। কেন করলে না ?

অশোক। নাঃ, কোনো লাভ নেই…

মনীষা। সেই পাইপ বেয়ে আবার নাব্‌তে পারবে ?

অশোক। অসম্ভব। হাত-পা কাঁপ্‌ছে—পঞ্চাশ মাইল বাইক করেছি—

মনীষা। আচ্ছা, তুমি ঘুমোও…

শিওরে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল—অশোক ঘুমাইল। মনীষা হঠাৎ দরজা খুলিয়া বাহিরে গেল—দূরে নদীবক্ষে গান শোনা যাইতেছিল

গান

ওরে ও অবুঝ্ নেয়ে!
মাঝ গাঙে তুই নাও বেয়ে যাস্—
পালের বাতাস পেয়ে!
তুই দেখলি তুফান ভারি
তোর সাহস বলিহারি
এই অবেলায় ভরা গাঙে—
ধরলি উজান পাড়ি।
ঢেউ নাচে ওই—
নাও নাচে তার সাথে
ও মাঝি তুই বৈঠে ধরে—
থাকিস্ নিপুণ হাতে।
ভয় কিরে তোর······(যদি)
মরণ-জয়ীর গানখানি যাস্ গেয়ে॥

এক হাতে খাবার আর এক হাতে—কনকের 'সুট' লইয়া ঘরে ঢুকিল মুগ্ধ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ অশোকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল

মনীষা। অশোকদা! অশোকদা!

অশোক। (চমকিয়া উঠিল) কে?

মনীষা। খাবার খাও……

অশোক। খাবার? কই? সত্যি মনীষা বড্ডই খিদে পেয়েছে—

টেবিলের কাছে গিয়া বসিল—খাবার খাইতে লাগিল

ওগুলো কি?

মনীষা। কনকদার স্যুট্।

অশোক। ও দিয়ে কি হবে?

মনীষা। ভোর পাঁচটায় ঠাকুরদা ঘুম থেকে ওঠেন, বাগানে ফুল তুলতে যান্। দারোয়ানরা তখন দেউড়ীর দরজা খোলে—তখনো একটু একটু অন্ধকার থাকে—ঠিক সেই সময় এই স্যুট পরে তুমি বেরিয়ে যাবে—কেউ বাধা দেবে না।

অশোক। বেরিয়ে কোথায় যাব মনীষা?

মনীষা। কলকাতায়…

অশোক। কলকাতায় গেলেও তো—পুলিশের হাত এড়াতে পারবো না। আমার বিরুদ্ধে কি ভয়ানক ষড়যন্ত্র চল্‌ছে—তা' তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না। আমি মদ খেয়েছি তার সাক্ষী, একটা ভেণ্ডার ও দুটো মাতাল! আমি বেশ্যালয়ে গিয়েছি, তার সাক্ষী একদল বেশ্যা। আর আমি খুন করেছি—তার সাক্ষী একটা পান-বিড়িওলা আর তোমাদের এই ঠাকুরবাড়ির পুরোহিত।

মনীষা। পুরুৎঠাকুর মিছে কথা বল্‌বেন?

অশোক। মিছে কথা বল্‌বার অধিকার তো তার তত বেশী, যে যত ধর্ম্মের ভণ্ডামি আর নীতি কথার বাহাদুরী দেখায়।

মনীষা। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না অশোকদা, এতগুলো লোক কেন মিছে কথা বল্‌বে তোমার বিরুদ্ধে ?

অশোক। সেসান জাজের মনেও সেই সন্দেহ জাগবে। জুরীরাও ঠিক সেই প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাবে। কিন্তু, কেউ বুঝ্‌বে না যে টাকা দিয়ে এ জগতে সবই হতে পারে। আর সেই টাকার মানুষ মাধব রায় যে কোথায় আছেন—তা কেউ খুঁজেও পাবে না।

মনীষা। তাহলে কি তুমি বল্‌তে চাও—আইন-আদালতে বিচার নেই ?

অশোক। কেন থাকবে না ? Justice is sold, and bought by the highest bidder ! যার পয়সা আছে, সে বিচার কেনে। যার নেই—হয় সে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে জেলে যায়—আর না হয়—হাস্‌তে হাস্‌তে ফাঁসি-কাঠে ঝোলে !

মনীষা। কি ভয়ানক কথা ?

অশোক। Prosper those who steal and lie,
Truthful simply starve and die !

মনীষা। তবু তুমি পুলিশের হাতে ধরা দিওনা, কিছুদিন লুকিয়ে থাকো, দেখি আমি কি করতে পারি—

অশোক। (হাসিয়া) তুমি কি করবে ?

মনীষা। একটা কিছু নিশ্চয়ই করবো—নিরপরাধ তুমি, তোমার ফাঁসি হবে, আর তা' জেনে-শুনে নিশ্চিন্ত মনে ঘরে বসে থাক্‌বো আমি ?

অশোক। দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলা-ছাড়া তুমি আর কিছুই করতে পারবে না মনীষা !

মনীষা। মেয়েদের চোখে শুধু জল থাকে না অশোকদা, আগুনও থাকে। ইচ্ছে করলে, যে-কোনো-মেয়ে তার চোখের আগুনে বিশ্বসৃষ্টি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে পারে!

অশোক। হাহাহাহা—beautiful! dramatic!

মনীষা। হেসোনা অশোকদা! তুমি মরবে, আর আমি দাঁড়িয়ে দেখবো? এ কথা তুমি ভাবতে পার?

অশোক। যখন মরতেই দেবেনা, তখন নিশ্চিন্ত মনে একটু ঘুমুতে দাও। বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

মনীষা। আচ্ছা, ঘুমোও···

মনীষা আলোটা ডিম্ করিল এমন সময়
দরজায় নকিং-এর শব্দ

অশোক। কে?

মনীষা। বোধ হয় বৌদি—

অশোক। তিনি জানেন, আমি এখানে আছি—

মনীষা। হ্যাঁ জানেন—আমার এক দাদা এসেছেন। তাঁর কাছ থেকেই তো খাবার নিয়ে এসেছি—তুমি ঘুমোও।

মনীষা বাহিরে গিয়াই ফিরিয়া আসিল

শীগ্‌গির ওঠো অশোকদা, পুলিশ!

অশোক। পুলিশ?

মনীষা। হ্যাঁ, বৌদি বলে গেল—পুলিশ এসেছে···

অশোক। তবে আর ওঠার প্রয়োজন কি? শুয়েই থাকি…

মনীষা। না, না, ওঠো, এদিকে এসো—

ঘরের যে দরজা দিয়া আসিয়াছিল, মনীষা অশোককে সেখানে দাঁড় করাইয়া নিজে আড়াল করিল, রিভলবারটা হাতে লইল আলোটা সম্পূর্ণ নিভাইয়া দিল। দরজায় নকিং হইল—

দরজা খুলিল—

মাধব ও দারোগা প্রবেশ করিলেন

মাধব। তোমার ঘরে আলো নেই মনীষা?

মনীষা। ছিল, নিভে গেছে।

দারোগা। টর্চ্চ রয়েছে আর আলোর প্রয়োজন কি?

টর্চ্চ ফেলিয়া ঘরের চারিদিকে দেখিলেন

দেখুন, সাইকেলটা পড়ে আছে—ঠিক কনকবাবুর ঘরের সোজাসুজি নীচেয়। চলুন, আমরা সাম্‌নের ছাতটা আর একবার ভাল করে দেখে আসি…

মাধব। কোথায়ও লুকিয়ে রাখো নি তো?

মনীষা। কাকে?

মাধব। তোমার প্রিয়তম খুনী আসামীকে!

মনীষা। তিনি তো একটা ছুঁচ নন্—

মাধব। হ্যাঁ, সূঁচ হয়েই ঢুকেছেন। এখন কি হয়ে বেরুবেন তাই তো ভাবছি···

দারোগা। চলুন, চলুন, সে এখানে নেই।

উভয়ের প্রস্থান

মনীষা দরজা বন্ধ করিল—তারপর অশোককে হাত ধরিয়া শয্যায় উঠাইল

মনীষা। এখন নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোও···

অশোক। আলোটা জ্বালবার কোনো উপায় নেই ?

মনীষা। না। আমি এই শিওরে বসেই বাকি রাতটুকু জেগে থাকবো···

অশোক। (শুইয়া) Oh, my beloved lady with the revolver, how beautiful you are in this dreadful darkness !

মনীষা। থাক্—আর উচ্ছ্বাসের প্রয়োজন নেই—ঘুমিয়ে থাকো···

ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং—পাঁচটা বাজিল

অশোক। পাঁচটা বাজলো ?

মনীষা। হ্যাঁ।

একটা জানালা খুলিতেই ভোরের আলো ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল

ঘুম আর হবে না, অশোকদা ! ড্রেস্ ক'রে নাও···

অশোক উঠিল, ঘরের মধ্যে যে সামান্য আলো আসিয়াছিল—তাহার সাহায্যেই ড্রেস্ করিল—মনীষা মাথার টুপীটাকে একটু সাম্‌নের দিকে টানিয়া দিল

মনীষা। টুপিটা যেন এইভাবে থাকে—রিভলবারটা হাতে নাও···

অশোক। কেন ?

মনীষা। খুনের অপরাধে যার ফাঁসি হবে, প্রয়োজন হলে, সে একটা-দুটো খুন না-করেই বা কেন মরবে?

অশোক। তা' বটে। আচ্ছা, তা'হলে আমি এখন আসি? তোমার উন্মাদনা দেখে মনে হচ্ছে, যেন বাঁচ্‌বো···

প্রস্থান

মনীষা জানলার দিকে চাহিয়া রহিল

রাণীর হাত ধরিয়া মানদার প্রবেশ

মানদা। মনীষা! এত ভোরে তোমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কে?

মনীষা। কই, কেউ তো যায়নি?

মানদা। কেউ যায়নি? কাল রাত্রে কনক কোথায় ছিল বৌমা?

রাণী। বোস্-পাড়ায় থিয়েটার করতে গেছেন, আর ফেরেন নি।

মানদা। থিয়েটার করতে গেছেন, না তোমার শ্রাদ্ধ করতে গেছেন? ন্যাকা মেয়ে! আজই তুমি এ বাড়ি থেকে চলে যাও মনীষা! নইলে আমি অনর্থ ঘটাবো···

ব্যস্তভাবে মাধবের প্রবেশ

মাধব। চুপ্! চেঁচামেচি ক'র না।

মানদা। আমি স্বচক্ষে দেখেছি বাবা! কনক এই ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে···

মাধব। আঃ চুপ্ করো বৌমা, কেলেঙ্কারী হবে, জাত যাবে—এদিকে এসে একটা কথা শুনে যাও···

মাধব ও মানদার প্রস্থান

মনীষা। বৌদি! শীগ্‌গীর তোমার সিঁদূরের কৌটোটা নিয়ে এসো তো···

রাণী। কেন?

মনীষা। দরকার আছে···

রাণী আনিল

আমার সিঁথিতে একফোঁটা সিঁদূর পরিয়ে দাও···

রাণী। সে কি, তুমি কি বল্‌ছ?

মনীষা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি যা বল্‌ছি তাই করো। দাদামশায় এসে পড়বেন। শীগ্‌গীর—শীগ্‌গীর···

রাণী। তুমি যে কুমারী মেয়ে!

মনীষা। আঃ দাও, আমি নিজেই পরছি···

কৌটাটা লইয়া আয়নার সুমুখে গেল—সিঁদূর পরিল

কেমন দেখাচ্ছে বৌদি? হা হা হা···

রাণী। তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে—মনীষাদি?

মনীষা। মাধব রায় জমিদার, আর অশোক সেন সামান্য চাষা—হা হা হা···

রাণী। কিন্তু, তুমি সিঁদূর পরলে কেন?

মনীষা। কাল রাত্রে আমার বিয়ে হয়ে গেছে যে—আমার বরকে তুমি খাবার পাঠিয়ে দিলে, পোষাক পাঠিয়ে দিলে, মনে নেই?

রাণী। তুমি তো বলেছিলে তোমার দাদা এসেছিল—ভাই-বোনে বিয়ে হয়ে গেল? বেশ মজার কথা তো!

কনকের প্রবেশ

কনক। মনীষা!

মনীষা। এসো কনকদা, কাল সারারাত কোথায় ছিলে?

কনক। বোস-পাড়ায় থিয়েটার ছিল যে। ওঃ কী চমৎকার বীরেন্দ্র সিংহের পার্ট প্লে করেছি—সবাই বলেছে—একেবারে সার হেন্‌রি আরভিং!

মনীষা। বাঃ, তুমি পাড়ায় পাড়ায়—বীরেন্দ্র সিংহ সেজে বেড়াবে—আর তোমার 'ইন্দিরা' কেঁদে কেঁদে বালিশ ভেজাবে?

মাধবের প্রবেশ

মাধব। মনীষা, তোমার বাবা 'তার' করেছেন, তোমাকে অবিলম্বে কল্‌কাতায় পাঠিয়ে দিতে—তুমি যাবে?

মনীষা। হ্যাঁ, যাবো।

প্রণাম করিল

মাধব। ওকি! তোমার কপালে সিঁদূর কেন?

মনীষা। কাল রাত্রে আমার বিয়ে হয়ে গেছে ঠাকুরদা!

হাসিল

মাধব। (চম্‌কিয়া) বিয়ে হয়ে গেছে? কার সঙ্গে?

মনীষা। খুনী আসামী অশোক সেনের সঙ্গে!

মাধব। অশোক তা'হলে তোমার ঘরেই ছিল?

মনীষা। আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি আজই কলকাতায় যাচ্ছি দাদামশাই! দেখবেন—আমার সিঁথির এই সিঁদুর যেন মোছে না।

মাধব। কনক! শীগ্‌গীর নিবারণকে ডেকে আন্ তো···

কনক। কেন?

মাধব। দেখছিস্ না, মনীষার কপালে সিঁদুর! সতী-সীমন্তিনীর ও সিঁদুর আমি মুছ্‌বো কি করে?

কনক। দারোগা কি এখন আর সে কথা শুন্‌বে?

মাধব। কেন শুন্‌বে না, নিশ্চয়ই শুন্‌বে। দশ হাজার নিয়েছে—না হয়—আরো দশ হাজার নেবে—নিবারণ! নিবারণ!

প্রস্থান

কনক। আশ্চর্য্য মেয়ে তুমি মনীষা!

মনীষা। (পদধূলি লইয়া) তোমাদের চেয়ে বেশী আশ্চর্য্য নই! কনকদা, অশোক সেনকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাবে? আমি বেঁচে থাক্‌তে পারবে না—কিছুতেই পারবে না। তুমিও দেখো কনকদা! আমার এই সিঁথির সিঁদুর যেন মোছে না। যদি মোছে—তা'হলে তোমাদের এই জমিদারীকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছাই করে দেব আমি। আমার স্বামীর অসম্পূর্ণ কাজের ভারটা আমিই গ্রহণ করবো···

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—মাধব রায়ের কক্ষ

কাল—পূর্ব্বাহ্ন

দৃশ্য—মাধব উদ্বিগ্নভাবে গড়গড়ায় তামাক টানিতেছিলেন। পার্শ্বে মনীষা দাঁড়াইয়া ছিল।

মাধব। আমি আবার একখানা জরুরী তার করেছি মহীতোষকে—আজই সে আস্‌বে। আমার অনুরোধ রাখো দিদিমণি, তুমি আজ আর কলকাতায় যেয়ো না। (অন্যদিকে) ওরে লালু! নিবারণ কি এখনো থানা থেকে ফিরলো না?

লালুর প্রবেশ

কনক। আজ্ঞে না।

মাধব। (ক্রুদ্ধভাবে) বলি, থানায় কি আমার শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ খেতে গেছেন তিনি? কনককে বল্‌ বরকন্দাজ পাঠাতে···

লালুর প্রস্থান

হ্যাঁ, কি বলছিলে দিদিমণি?

মনীষা। আমার দুঃশ্চিন্তার কারণ আপনি ঠিক বুঝ্‌তে পারছেন না।

মাধব। ঠিক বুঝ্‌তে পারছি—তুমি নিশ্চিন্ত হও। আমি মাধব রায়—'না'কে 'হাঁ' করতে পারি—আবার 'হাঁ'কেও 'না' করতে পারি। অশোকের আর কোনো ভয় নেই।

মনীষা। কিন্তু তিনি এখন কোথায় কি অবস্থায় আছেন, না-জানা পর্য্যন্ত……

মাধব। দেখো বিবিসাহেব! সবে তো কাল রাত্রে 'সয়ম্বরা' হয়েছ—নতুন বিয়ের কনে তুমি—ভাতারের জন্মে অতো দরদ দেখাতে লজ্জা করছে না তোমার?

মনীষা। (কাঁদিয়া) কেন আপনি এমন কাজ করলেন দাদামশাই?

মাধব। সে কথা তুলে কেন আর লজ্জা দিচ্ছ আমাকে? চোদ্দ-পুরুষের জমিদারী, কত খুন-জখম আর মামলা-মোকর্দ্দমার ফলে রক্ষে-করা জমিদারী, আমার ভয় হলো, অশোক ইচ্ছে করলে, আমাকেই দূর করে তাড়িয়ে দিতে পারে। সত্যি দিদিমণি—আমি স্বীকার করছি—তুমি একটি মানুষের মত মানুষকে বিয়ে করেছ।

মনীষা। তা'হলে আমি কোনো অন্যায় করিনি বলুন?

মাধব। নিশ্চয়ই না। মহীতোষ যে এই ছেলের সঙ্গেই তোমাকে বিয়ে দেবে বলে পাগল হয়ে উঠেছিল। তুমি তো তোমার বাবার অমতে কোনো কাজ করনি! সে তোমার এ সয়ম্বরার কথা শুন্‌লে আনন্দে অধীর হয়ে উঠ্‌বে। ওরে লালু! নিবারণ কি এখনো ফিরলো না?

কনকের প্রবেশ

কনক। দাদামশাই! জ্যেঠামশাই এসেছেন…

মাধব। কে? মহীতোষ? কোথায় সে? আমার লাঠিটা…

ব্যস্তভাবে প্রস্থান

মনীষা। আচ্ছা, অশোকবাবু তো ভোরের ট্রেনেই কলকাতায় পালিয়েছেন?

কনক। না, পালাতে পারেন নি, ষ্টেশানেই ধরা পড়েছেন। (হাসিল)

মনীষা। হাস্‌ছ কেন?

কনক। কাল যাকে বলেছ অশোক দাদা, আজ তাকে বল্‌ছ অশোকবাবু! মেয়েদের এই যখন-যেমন তখন-তেমন ভাবটি ভারি চমৎকার।

মাধব ও মহীতোষের প্রবেশ

মহীতোষ। মনীষা!

মনীষা কিছুক্ষণ লজ্জায় অধোবদন রহিল, মহীতোষ তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন—হঠাৎ সে কাঁদিয়া ফেলিল

মনীষা। বাবা এখন উপায়?

মাধব। তাইতো, নিবারণ এখনো থানা থেকে ফিরছে না কেন?

অস্থিরভাবে পদচারণা করিতে লাগিলেন

মহীতোষ। চলুন না—আমরা একবার থানায় যাই···

মাধব। কেন? তুমি ভাব্‌ছ—দারোগা আস্‌বে না? দশটি হাজার টাকা দিয়েছি। মহামান্য ভারতসম্রাটের একজন প্রতিনিধি সে, ঘুস্ খেয়ে নিরপরাধীকে ফাঁসি দিতে পারা কি তার পক্ষে সম্ভব? আমি তাহলে বিলেত পর্য্যন্ত লড়্‌বো না?

মহীতোষ। আপনিই তো ঘুস দিয়েছেন··

মাধব। হ্যাঁ দিয়েছি, কিন্তু সে কেন নিয়েছে? আমার জমিদারী-রক্ষার

প্রয়োজনে আমি ঘুস্ দিতে পারি কিন্তু সে তা' কিছুতেই নিতে পারে না। হুহুশব্দে—চরণ-বিলের জলগুলো যেদিন বেরিয়ে গেল—সেদিন কি আমার মাথা ঠিক ছিল মহীতোষ? অশোকের নাম শুন্‌লেই যে আগুন জ্বলে উঠ্‌তো এই মাথার ভেতর!

মনীষা। আজ আপনি তাঁর কাছে হেরে গেছেন বলুন?

হাসিল

মাধব। কথখনো না। আমি হেরে গেছি তোমার কপালের ওই একফোঁটা সিঁদুরের কাছে। তুমি যদি সেই সতী-সীমন্তিনীর মতো, আমার ইষ্টদেবী মা-জগদম্বার মত, আমার সাম্‌নে এসে না-দাঁড়াতে, তা'হলে আজ আর কারো সাধ্য ছিল না যে অশোককে রক্ষে করে।

নিবারণের প্রবেশ

কই সে দারোগা কই?

নিবারণ। (অত্যন্ত ভীতভাবে) এলেন না। বল্‌লেন, এখন আর কোনো হাত নেই তাঁর...

মাধব। (ক্রুদ্ধভাবে) হাত নেই? আচ্ছা, মহীতোষ! একখানা টেলিগ্রাম লেখ তো। আমি বাংলায় বলি—তুমি তরজমা করো—"রায়গ্রাম থানার দারোগা, জমিদার মাধব রায়ের কাছ থেকে দশ হাজার টাকা ঘুস্ খেয়ে—নিরপরাধ অশোক সেনকে গ্রেপ্তার করেছেন। অবিলম্বে আপনার উপস্থিতি প্রার্থনীয়।" দস্তখৎ করো তোমার নাম।

মহীতোষ। এতে কিন্তু আপনিও বিপন্ন হবেন।

মাধব। তা' হই হবো। তা' বলে কি—আমার নাত্নীকে বিধবা করবো আমি? তুমি কি বল্ছ মহীতোষ? আমি নিজে জেল খাটবো—তবু অশোককে তো বাঁচাতে হবে?

দারোগার প্রবেশ

কি হে নবাব-সিরাজদ্দৌলা! ডেকে পাঠালাম গ্রাহ্যই হলো না? অশোককে এখন ছেড়ে দাও···

দারোগা। কি বল্ছেন আপনি?

মাধব। যা বল্ছি তাই করো—অশোকের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ নেই—তাকে ছেড়ে দাও। যদি না দাও—এই টেলিগ্রাম! কালেক্টর সাহেবের কাছে···

দিলেন

দারোগা। (দেখিয়া) কে আপনার কাছ থেকে দশ হাজার টাকা ঘুস খেয়েছে?

মাধব। তুমি খেয়েছ। ওই নিবারণ—দিয়েছে হাতে করে···

দারোগা। এই নিবারণ দিয়েছে?

মাধব। হ্যাঁ। দশহাজার পেয়েছ—আরো দশহাজার পাবে—ছেড়ে দাও—

নিবারণ ভীতভাবে এদিক ওদিক চাহিতেছিল—

দারোগা তাহা লক্ষ্য করিলেন

দারোগা। (একজন কনেষ্টবলকে ইঙ্গিত করিল) হ্যাণ্ডকাপ লাগাও—শুনুন মাধববাবু! আপনাকে আমি পিতার মত শ্রদ্ধা করি। আজ

পাঁচ বছর এখানে আছি—বহুভাবে আপনার স্নেহ ও যত্ন লাভ করেছি—কিন্তু এ কথা নিশ্চয়ই জান্‌বেন—আমি কখ্‌খনো ঘুস খাইনা… আমি এন্‌কয়ারি ক'রে দেখ্‌বো—স্বাক্ষীরা যদি ঘুস্‌ খেয়ে অশোকবাবুর নামে, মিথ্যা জবানবন্দী দিয়ে থাকে—তা'হলে আমি তাকে এখুনি ছেড়ে দেব—কিন্তু এই নিবারণবাবুকে কিছুতেই ছাড়্‌বোনা…

নিবারণ। (কাঁদিতে কাঁদিতে মাধব রায়ের পা জড়াইয়া ধরিল) আমাকে রক্ষে করুন ··

মাধব। টাকাগুলো কোথায় ?

নিবারণ। আমার বাড়ির পেছনে আমবাগানে পুঁতে রেখেছি…

দারোগা। পুলীশের নাম করে যারা ঘুস্‌ খায়—তারাই পুলীশের বড় শত্রু! নিবারণবাবুকে আমি কিছুতেই ছাড়বোনা—চলো…

নিবারণকে লইয়া দারোগা ও কনেষ্টবলের প্রস্থান

মাধব। মহীতোষ! আমি অবাক্‌ হয়ে গেছি—এত বড় বিশ্বাসঘাতক ওই নিবারণ? অথচ লোকটাকে আমি অত্যন্ত বিশ্বাস করতাম্‌—কী আশ্চর্য্য! টাকাগুলো নিয়ে—আমগাছের গোড়ায় সার দিয়েছে ?

মাধব ও মহীতোষের প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—থানা

কাল—অপরাহ্ন

দৃশ্য—থানার লক্ আপে—নিবারণ! বাহিরে একটা টেবিল—দুইপাশে অশোক, ও দারোগা। কনেষ্টবল দাঁড়াইয়াছিল।

দারোগা। একটা মিথ্যা এজাহারের ফলে আপনার মত একজন সদাশয় ও সুপণ্ডিত লোককে লক্আপে আট্‌কে রেখেছি—এজন্যে আমি আন্তরিক দুঃখিত—আমাকে ক্ষমা করবেন।

অশোক। আপনি আপনার কর্ত্তব্য করেছেন।

দারোগা। আজ্ঞে হাঁ, সেইটুকুই আমার সান্ত্বনা। আমাদের কর্ত্তব্য বড়ই জটিল। শান্তি ও শৃঙ্খলা রাখ্‌বার জন্যে দেশের লোক যদি সাহায্য না করে, আমরা কি করতে পারি বলুন?

রক্তাক্ত দেহে মাধব আসিয়া তাহাদের সামনে দাঁড়াইলেন

একি মাধববাবু! আপনার এ অবস্থা কে করলে?

মাধব। তার নাম বল্‌বোনা। এখানে আস্‌বার সময় পথে দেখা হলো তার সঙ্গে। বেশ শান্ত ও সংযতভাবে সে আমাকে একটা প্রণাম করলো—তার পর হঠাৎ আমার হাতের লাঠিটা কেড়ে নিয়ে, আঘাত করলো আমার মাথায়।

দারোগা। কে সে তার নাম বলুন—আমি তাকে এখুনি গ্রেপ্তার করবো।

মাধব। না, না, না নাম প্রকাশ করবোনা। আমার বরকন্দাজরা তাকে পাকড়্ করেছিল—কিন্তু আমি ছেড়ে দিয়েছি। তার মত একটা সামান্য লোক আমাকে মেরেছে—এ কথা প্রকাশ হওয়ার আগে আমার মৃত্যু হওয়াই বাঞ্ছনীয়! বুঝ্লে দারোগা—এ জমিদারীর মালিক এখন অশোক সেন—মাধব রায় নয়।

দারোগা। আপনার বোধ হয় খুব—কষ্ট হচ্ছে ?

মাধব। না, না, তেমন বেশী আঘাত লাগেনি। সামান্যই একটু কেটে গেছে। এই রক্তের দাগটা মুছে দিতে পার ? আর কেউ না দেখে—বড্ড লজ্জা করছে।

দারোগার প্রস্থান

অশোক। আপনাকে মেরেছে বোধ হয় কৈলাশ সরদার ?

মাধব। হ্যাঁ। শুন্‌লাম পরগণার চাষারা সবাই ক্ষেপে উঠেছে! তোমাকে ফিরিয়ে নিতে না-পারলে, তারা সব জমিদার বাড়িতেই চড়াও হবে। আমিও গুলি চালাতে বাধ্য হবো। মিছেমিছি কেন আর সে অনর্থটা ঘটাবে ? এখন চলো আমার সঙ্গে···

দারোগা তুলা, জল ও টিন্‌চার আইডিন আনিলেন। মাধবের রক্তের দাগ মুছাইয়া দিলেন

দারোগা। বলুন লোকটার নাম কি ? আমি তাকে ধরিয়ে এনে, একটু ধমকে দেব।

মাধব। তুমি ধম্‌কে দেবে? হা হা হা হা—রায়গাঁর জমিদার মাধব রায়কে আর লজ্জা দিওনা—দারোগা! এখন অশোকবাবুকে ছেড়ে দাও—নাতজামাই সাজিয়ে নাক আর কান দুটো বাঁচাবার চেষ্টা করি···

দারোগা। আমি তো ওঁকে ছেড়ে দিয়েছি···

কৈলাস সরদারকে বাঁধিয়া লইয়া, দুইজন বরকন্দাজ ও কনকের প্রবেশ

কনক। দাদামশাই! এই কৈলাশ নাকি আপনাকে অপমান করেছে?

মাধব। চুপ্! হেই হারামজাদারা আমি যে বলে এলাম ওকে ছেড়ে দিতে?

কনক। আমি বলেছি বেঁধে আন্‌তে।

মাধব। খুব বুদ্ধিমান তুমি···

অশোক। ছি, ছি, সরদার—কেন তুমি এমন কাজ করলে?

কৈলাশ। জোয়ান-বয়েসে ওই মাধববাবুর হুকুমে অনেক মাথা ভেঙেছি। সেই পাপের প্রাচিত্তির করলাম আজ, মাধববাবুর মাথাটা ভেঙে—দোহাই বাবু! আমাকে ক্ষমা করো—

পদতলে পড়িল

মাধব। আঃ, আমি যে বল্‌ছি আমার মাথা ভাঙেনি—তবু তোমরা শুন্‌বেনা? (কপালের রক্ত চাপিয়া ধরিয়া) উঃ আবার রক্ত বেরুচ্ছে! জমিদারের রক্ত! আমি জমিদার! চলো অশোক, আর দেরি করনা—কৈলাশ! তুমিও চলো, জমিদার-বাড়িতে আজ তোমাদের নেমন্তন্ন! চলো—চলো—সবাই চলো।

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—মনীষার কক্ষ

কাল—সন্ধ্যা

দৃশ্য—মনীষা রাণীকে পাউডার এসেন্স প্রভৃতির সাহায্যে সাজাইতেছিল

রাণী। বর আস্‌বে তোমার, তুমি কেন আমাকে এত ক'রে সাজাচ্ছ মনীষাদি?

মনীষা। তোমাকে আজ নূতন ক'রে কনকদার সঙ্গে বিয়ে দেব। ছাদ্‌না-তলায় যে বিয়ে হয়েছিল—সে বিয়েতে শালগ্রাম ছিল, মন্তর ছিল, কিন্তু সত্যকার বিয়ে ছিলনা। হাতে হাত বাঁধা হয়েছিল বটে, কিন্তু মনের সঙ্গে মনের কোনো মিল হয়নি। সত্যিকার মিলন মনের পরিচয়, শুধু এই দেহের বাঁধন নয়।

রাণী। তুমিতো আমার দেহটাকেই সাজাচ্ছ? মনের সঙ্গে এর সম্বন্ধ কি?

মনীষা। একদল মূর্খ পুরুষ মানুষ আছে—যারা বাইরের সাজসজ্জা দেখেই ভোলে—মনটা তাদের আগে নয়। বাইরের রূপ-রসে আকৃষ্ট না-হ'লে, বৌকে তারা সহ্য করতেই পারেনা।

কনকের প্রবেশ

দেখো তো কনকদা, বৌদিকে আজ কেমন সাজিয়েছি? ভাল লাগ্‌ছে? ভালবাস্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে? বৌদি! সেই ইংরেজি কথাগুলো বলো তো—তোমাকে যা' শিখিয়ে দিইছি—

কি। ইংরেজিও শিখিয়েছ নাকি ?

মনীষা। হ্যাঁ—নইলে তুমি ভালবাস্‌বে কি ক'রে ? বলো বৌদি, বলো— তোমার পায় পড়ি বলো···

রাণী। One morn I met a lame man—in a lane close to my firm !

কনক। Ridiculous !

কনক চলিয়া যাইতেছিল

মনীষা। যেয়োনা কনকদা, দাঁড়াও। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি—দুটো ইংরেজি বুক্‌নি ছাড়া বৌদির আর কি অভাব আছে ? আর কি চাও তুমি তার কাছে ? এত সুন্দর, এত পবিত্র, এত মধুর···

কনক। রক্ষে করো মনীষা! আমি তোমার বৌদির কাছে কিছুই চাইনা।

যাইতেছিল

মনীষা। দাঁড়াও, যেয়োনা। কেন তুমি তাকে বিষ খেয়ে মরতে বলেছিলে ?

কনক। আমি বল্‌লেই কি সে মরবে ?

মনীষা। হ্যাঁ মরবে। বৌদি আমার সেই মেয়ে—যে তার স্বামীকে সুখী করবার জন্যে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করতে পারে।

কনক। তুমি পারনা ?

মনীষা। না। আমি যদি তোমার বৌ হতাম, তা'হলে তোমার

৮

প্রত্যেকটি ব্যবহারের জন্যে আজ আদালতে দাঁড়িয়ে কৈফিয়ৎ দিতে হতো—

কনক। তাই বুঝি বিয়ের আগেই সিঁদূর পরে অশোক সেনের প্রাণরক্ষা করলে ?

মনীষা। এ অভিযান'তো মিথ্যার বিরুদ্ধে—অন্যায়ের বিরুদ্ধে! সত্যিই যদি অশোকবাবু মাতাল হতেন, বেশ্যা খুন করতেন, তাহলে আমার এ দৈন্য নিশ্চয়ই ধরা পড়তোনা। He is a saint and you are a satan! তার প্রাণরক্ষার জন্যে শুধু সিঁদূর পরা কেন, মরতেও তো পারি কনকদা!

কনক। বেশ—মরো···

প্রস্থান

একটা কাপড়ের পুটুলী বগলে সুন্দরীর প্রবেশ

সুন্দরী। দিদিমণি আমি চল্‌লাম। তোমার কাছে যদি কোনো অপরাধ ক'রে থাকি, আমাকে ক্ষমা ক'রো···

রাণী। কোথায় চল্‌লি ?

সুন্দরী। চাকরীতে আমার জবাব হ'য়ে গেছে। মা-ঠাক্‌রুণ আমাকে বিদেয় করে দিয়েছেন···

রাণী। কেন ?

সুন্দরী। ওই বি, এ, পাশ মেয়ে নাকি—দাদামশায়ের কাছে বলেছেন—আমার চরিত্তির ভালনা। আমিই নাকি যত অনর্থের গোড়া। আমি যদি—সতীমায়ের সতী মেয়ে হই—তা'হলে ওর চোখ দুটো অন্ধ

হবে—কুষ্ঠব্যাধি মহারোগ হবে—হে মা ওলাইচণ্ডী! হে বাবা বুড়ো ঠাকুর! আমার কথা শুনো···

আঙ্গুল ভাঙিয়া অভিশাপ দিতে লাগিল

মনীষা হাসিতেছিল

রাণী। তুমি তো হাস্‌ছ মনীষাদি, কিন্তু আমার বুকের ভেতর কাঁপ্‌ছে···

মনীষা। ঠাকুর-দেবতারা তো ওর খাস্ তালুকের প্রজা নন্? ভয় কি? আচ্ছা, সুন্দরী! বৌদিকে বিষ এনে দিয়েছিলে কেন?

সুন্দরী। আমি বিষ এনে দিয়েছি? ওমা কি হবে! ওমা, এ কি কলঙ্কের কথা গো! ওরে হাড়ির মেয়ে, বাগ্‌দীর মেয়ে, কাওরার মেয়ে, তোর সর্ব্বনাশ হবে—সর্ব্বনাশ হবে—সর্ব্বনাশ হবে—

প্রস্থান

রাণী। তুমি হাসছ?

মনীষা। কি করবো বৌদি! এদের অবস্থা দেখ্‌লে দুঃখ হয়—কিন্তু উপায় নেই!

রাণীর প্রস্থান

অশোকের হাত ধরিয়া পথ হইতে চিৎকার করিতে করিতে মাধবের প্রবেশ

মাধব। ওরে কনক! ও কনক! বলি—কনক কোথায় গেল? তোমরা কেউ জানো?

কনকের প্রবেশ

এই যে—কোথায় ছিলে এতক্ষণ ? বলি—একখানা কাপড়, একটা জামা, আর একজোড়া জুতো ! জোগাড় করা কি সম্ভব হলো না ?

কনক। কই আমাকে তো বলেন নি ?

মাধব। তোমাকে না বলেছি—তোমার মাকে তো বলেছি ? এখন দয়া করে তুমিই না হয় নিয়ে এসো ? আমার মনীষাকে যে বিয়ে করবে, তার এই বাঁদুরে-চেহারা !

মহীতোষের প্রবেশ

তুমিই বলো মহীতোষ ! এমন ময়লা কাপড়-জামা আর ছেঁড়া জুতো কি ভদ্দর লোকে পরে ? দিদিমণি আমার সিঁদূর পরে বসে আছে ! শাস্ত্রোক্ত বিয়েটা যে আজই হওয়া দরকার—কলিতে তো সয়ম্বরা-প্রথা নেই······

অশোক। কে বলেছে আপনার মনীষাকে আমি বিয়ে করবো ?

মাধব। বটে ? বিয়ে করবে না ? আব্দার ? বলি, দারোগা তোমাকে আমার বাড়ি পর্য্যন্ত পৌছে দিয়ে গেল কেন ?

অশোক। দশ হাজার টাকা ব্যয় করেও আমার বিরুদ্ধে সেই মিথ্যা অভিযোগটা টেকাতে পারেননি ব'লে···

মাধব। ওসব বাজে কথা রেখে দাও—অভিযোগ টিক্‌তো কি না-টিক্‌তো সে আমি দেখিয়ে দিতাম, যদি-না আমার এই দিদিমণি এক ফোঁটা সিঁদূর পরে ব'সে থাক্‌তো।

রাগে কাঁপিতেছিলেন

অশোক। আপনার নিগ্রহ বা অনুগ্রহ কোনটাই তো আমি চাইনি? আপনি আমার উপর চোখ রাঙাচ্ছেন কেন?

মাধব। নিশ্চই চেয়েছ। নইলে রাত-দুপুরের চোরের মত আমার এই দিদিমণির ঘরে গিয়ে উঠ্‌তে না। সারারাত একটা কুমারী-মেয়ের ঘরে লুকিয়ে থেকে, এখন বিয়ে করবো না! ন্যাকামো হচ্ছে? পাজি বদ্‌মায়েস্‌! কি করবো, দিদিমণি আমার হাত দু'খানা বেঁধে রেখেছে—নইলে জুতিয়ে লম্বা করতাম তোমাকে···

অশোক। (হাসিয়া) কিন্তু মাধববাবু আপনি ভুলে যাচ্ছেন—আমি আপনার কাছে একটা প্রতিশ্রুতি চেয়েছি···

মাধব। কি প্রতিশ্রুতি?

অশোক। প্রজাদের উপর আপনি আর কোনও অত্যাচার করবেন না।

মাধব। বটে? বটে? আবার সেই প্রতিশ্রুতি! তাহলে কি মনীষার সঙ্গে সঙ্গে আমার এ জমিদারীটাও আমি তোমাকে দিচ্ছি? এ জমিদারীতে তোমার উড়্‌বে জয় পতাকা! আর তার সাম্‌নে নতজানু হয়ে রইবে এই মাধব রায়? না না না—মহীতোষ! বাইরে চলো—

উভয়ের প্রস্থান

মনীষা। অশোকবাবু! সে প্রতিশ্রুতি আমিই দিচ্ছি—

অশোক। (হাসিয়া) তুমি খুব চটে গেছ দেখ্‌ছি···

মনীষা। কেন চট্‌বো না? আপনি তো জানেন, আমি সমাজ মানি?

অশোক। (হাসিয়া) তাই বুঝি বিয়ের আগেই এক ফোঁটা সিঁদূর পরে বসে আছ?

মনীষা। আপনার মুখে শুনেছি—আপনার মা নেই, বাপ নেই, আত্মীয়

স্বজন কেউ নেই। এই সিঁথির সিঁদূরটুকু অগ্রাহ্য করা আপনার পক্ষে খুবই সোজা। কিন্তু আমার উপায় কি?

অশোক। কেন যে তুমি এত নিরুপায় হ'য়ে পড়লে, তাতো ঠিক বুঝ্‌তে পারছিনে?

মনীষা। আমি কুমারী মেয়ে, সারারাত আপনি আমার ঘরে কাটিয়েছেন, এ কথা আজ সবাই জানে।

অশোক। সেই কারণেই তো তোমার হাতে একটা রিভলবার দিয়েছিলাম…

মনীষা। কে দেখেছে সেই রিভলবার? অন্ধকার ঘরের ভেতর, কোনো নারী ও পুরুষের মাঝখানে একটা রিভলবারের ব্যবধান ছিল, একথা কে বিশ্বাস করবে?

অশোক। জান্‌লা দিয়ে উঁকি দিচ্ছে, ওই মেয়েটিই বুঝি তোমার বৌদি?

মনীষা। হ্যাঁ।

অশোক। ওকে একবার ডাকোনা এখানে…

মনীষা। ওতো আমার মত বি,এ, পাশ করেনি? পুরুষকে ভয় করবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ওর ভেতর এখনো আছে। তাই দূর থেকেই দেখে, কাছে এসে বিপন্ন হয়না আমাদের মত।

অশোক। (হাসিয়া) তুমি বিপন্ন হয়েছ?

। নিশ্চয়ই। তুমি হাস্‌ছ? কিন্তু আমার কান্না পাচ্ছে! কেন তুমি আমাকে এভাবে বিপন্ন করলে? মৃত্যু ছাড়া এখন আর আমার কোনো উপায় নেই…

কাঁদিল

অশোক। তোমার বৌদিকে একবার ডাকো, আমি ওর কাছেই শুন্‌বো —তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হ'তে পারে কিনা ?

মনীষা। তার মানে ?

অশোক। তুমি জমিদারের নাত্‌নী, আমি চাষার ছেলে। ওই চাষার মেয়েটি আমার ছোট বোন্‌, আমি ওর দাদা !

মনীষা। (বিস্মিতভাবে) তুমি ওর দাদা ?

অশোক। হ্যাঁ, আমার ছোটবেলাকার নাম ছিল, অজয় !

রাণী বিস্মিতভাবে কাছে আসিল

রাণী। তুমি, তুমি আমার দাদা ?

অশোক। হ্যাঁ রাণী ! তুই আমার ছোট বোন্‌। তোর বয়স যখন ছ'সাত বছর—তখন আমি বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিলাম।

আদর করিতে লাগিল

রাণী। দাদা ! দাদা এতদিন কোথায় ছিলে ?

কাঁদিতে লাগিল

অশোক। কাঁদিস্‌নে রাণী ! আমার জীবনে উচ্চাকাঙ্খা ছিল। বহু দুঃখ ও কষ্ট সহ্য করে বিদেশে লেখাপড়া শিখেছিলাম। তারপর দেশে ফিরে দেখ্‌লাম—মা-বাবা কেউ বেঁচে নেই—আমাদের গাঁয়ের লোক ভীষণ ম্যালেরিয়ায় ভুগ্‌ছে—মনে মনে সঙ্কল্প করলাম, চরণ-বিলের জল-নিকাশ না ক'রে, কারো কাছে আত্মপরিচয় দেব না।

কনক প্রবেশ করিয়া দেখিল অশোক রাণীকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া আদর করিতেছে

কি দেখ্‌ছেন কনকবাবু? এই রাণী আমার ছোট বোন্‌। আপনি এই চাষার বোনকেই বিয়ে করেছেন। আপনার বোন্‌ মনীষাকে এখন এই চাষার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবেন কিনা, সে কথাটা দাদামশাইকে জিজ্ঞাসা করুন?

মাধব ও মহীতোষের প্রবেশ

মাধব। (বিস্মিত ভাবে) তুমি অজয়? আমরা তো শুনিছি, অজয় এখন—লক্ষ্ণৌ-সহরে কোন্‌ বাইজীর বাড়িতে ডুগিতব্‌লা বাজায়?

অশোক। দুর্ভাগ্য নিয়ে যারা জন্মগ্রহণ করে—মানুষ তাদের সম্বন্ধে ওই রকম কথাই শোনে।

মাধব। তুমি এত বড় হয়েছ, এত লেখাপড়া শিখেছ, তা' আমরা কি করে জান্‌বো? এতদিন পরিচয় দিলে না কেন? তোমার বাবা কত ভাল-মানুষ ছিল—তার ছেলে তুমি! এমন বদ্‌মাইস্‌?

অশোক। পরিচয় দিতেই এসেছিলাম একদিন। দেখ্‌লাম—আপনার জমিদার নাতি, আমার বোন্‌কে 'চাষার মেয়ে' ব'লে ঘৃণা করছেন—তাই আর ইচ্ছে হলো না······

মাধব। না, না, না, নাতবৌ আমার ঘরের লক্ষ্মী। কনক তাকে নিশ্চয়ই ভালবাস্‌বে—নইলে আমি উইল করবো! হ্যাঁ···

লালুর প্রবেশ

লালু। একটি 'চাষার মেয়ে' এখানে আস্‌তে চায়···

মাধব। কে সে ?

লালু। কৈলাশ সরদারের মেয়ে···

মাধব। যে মেয়েটার সম্বন্ধে—অশোকের একটা অপবাদ রটেছিল? ছি-ছি-ছি, মহীতোষ! জমিদার বাড়ির মান-সম্ভ্রম কিছুই আর রইলো না।

মনীষা। আপনি ভুল করছেন দাদামশাই—মেয়েটিকে আমি নিয়ে আস্‌ছি···

মনীষার প্রস্থান

মাধব। দেখো অজয়! জমিদার মাধব রায়ের নাতি এই কনক—তার সম্বন্ধী তুমি! তোমার কি উচিত হয়েছিল, সেই চাষাদের মধ্যে গিয়ে পড়ে থাকা? সত্যিই হোক্ আর মিথ্যেই হোক্—কৈলাশের মেয়ে যদি এখানে এসে, তোমার চরিত্র-সম্বন্ধে দুটো কথা বলে—তাহলে কি —আমাদের মাথা-কাটা যাবে না?

অশোক। সেই জন্যেই তো বল্‌ছি—এখন বিবেচনা করে দেখুন—আমার মত একটা চরিত্রহীন চাষার সঙ্গে মনীষার বিয়ে দেবেন কিনা?

মাধব। (উত্তেজিত ভাবে) না-দিয়ে আর উপায় কি? দিদিমণি আমার যে—সিঁদূর পরে বসে আছেন···

মালাকে কোলে লইয়া মনীষার প্রবেশ

ওকে ?

মনীষা। এই তো কৈলাশ সরদারের মেয়ে মালা······

মাধব। ওই এক রত্তি মেয়ে সম্বন্ধে···

অশোক। আজ্ঞে হ্যাঁ—আপনারা জমিদার, ভদ্দর, আর ওরা গরীব, চাষা, ওদের সম্বন্ধে আপনারা যা' রটাবেন—তাইতো রট্‌বে; প্রতিবাদ করবে কে?

মালা। বাবু! তোমার নাকি বিয়ে? এই দেখো বর-কণের জন্যি আমি দুই ছড়া মালা গাঁথে আনিছি—

মাধব। পরিয়ে দাও—পরিয়ে দাও—ওরে শাঁখ বাজা! উলু দে···

উলুধ্বনী ও শঙ্খধ্বনী হইল—মালা দু'জনের গলায় দু'ছড়া মালা পরাইয়া দিল
মনীষা ও রাণী মাধবকে প্রণাম করিল

মনীষা। (অশোকের কাছে গিয়া) যাও, দাদামশাইকে প্রণাম করো···

অশোক। উনি কি আমার প্রণাম গ্রহণ করবেন?

মাধব। হুঁ, আশীর্ব্বাদের প্রতিশ্রুতি না পেলে তুমি বুঝি কাউকে প্রণাম করো না?

অশোক। (হাসিয়া) আজ্ঞে না। তবে আপনাকে—

হাসিতে হাসিতে প্রণাম করিল

মাধব। ফাজিল! না, না, তোমাকে আমি কোনো আশীর্ব্বাদ করবো না। কিন্তু—কিন্তু—আমার এই দিদিমণির সিঁথির সিঁদূর যেন অক্ষয় হয়! (কাঁদিলেন)

যবনিকা

সংগঠনকারিগণ

নাট্যকার	শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়
সুর-সংযোজক	শ্রীতুলসী লাহিড়ী বি, এল
মঞ্চ-শিল্পী	শ্রীমণীন্দ্রনাথ দাস (নানুবাবু)
পরিচালক	শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী
বাঁশী	শ্রীধীরেন্দ্র বন্দ্যোপধ্যায়
বেহালা	শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়
ট্রাম্‌পেট	শ্রীজীতেন্দ্র চক্রবর্ত্তী
হারমোনিয়ম	শ্রীঘণ্টেশ্বর প্রামাণিক
পিয়ানো	শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (২নং)
তবলা	শ্রীকুমারকৃষ্ণ মিত্র
স্মারক	শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১নং)
সহকারী	শ্রীজ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায়
আলোক সম্পাতকারি	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ
	শ্রীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য
	শ্রীদুলাল দাস
	শ্রীপাঁচকড়ি দত্ত
মঞ্চাধ্যক্ষ	শ্রীপূর্ণ দে (এঃ)
সহকারী	শ্রীঅমূল্য নন্দী
	শ্রীনৃপেন রায়
বেশকারী	শ্রীগোবিন্দ দাস
	শ্রীরাজকৃষ্ণ মহাপাত্র
ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক্	নাট্য ভারতীর যন্ত্রী-সঙ্ঘ
মেক্‌আপ	সেক বেচু
প্রচারক	শ্রীবিজয় মুখোপাধ্যায়

প্রথম রজনীতে কে কোন্ অংশ গ্রহণ করিয়াছেন

মাধব রায়	শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী
আশোক	শ্রীরতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
কনক	শ্রীজহর গাঙ্গুলী
মহীতোষ	শ্রীসন্তোষ সিংহ
কৈলাশ	শ্রীবিজয়কার্ত্তিক দাস
রামকানু	শ্রীতুলসী চক্রবর্ত্তী
দারোগা	শ্রীজ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায়
নিবারণ	শ্রীশান্তি দাসগুপ্ত
লালু	শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাস
দরোয়ান	শ্রীবটকৃষ্ণ দে
বরকন্দাজদ্বয়	শ্রীজ্ঞান চট্টোপাধ্যায়, কমল বর্দ্ধন
কনেষ্টবল	শ্রীগিরীন দে, অলিন দে
ভৃত্য	শ্রীগিরীশ দে
মুটে	শ্রীযতীন দে
আবহ সঙ্গীত	শ্রীঘণ্টেশ্বর প্রামাণিক
মানদা	শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী (বড়)
মনীষা	শ্রীমতী সুহাসিনী
রাণী	শ্রীমতী নির্ম্মলা (যুথিকা)
সুন্দরী	শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী (পচি)
মালা	শ্রীমতী বিজলী